গদ্যগ্রন্থাবলী, ৭ম ভাগ

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. lmp. 4145
DATE 9.9.09
CALCUTTA

(52)

ব্যঙ্গকৌতুক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ।৶০ আনা।

সূচী।

রসিকতার ফলাফল ১
ডেঞ্চো পিঁপ্‌ড়ের মন্তব্য ৫
প্রত্নতত্ত্ব ৮
লেখার নমুনা ১৪
সারবান সাহিত্য ১৭
মীমাংসা ২২
পয়সার লাঞ্ছনা ২৪
কথামালার নূতন প্রকাশিত গল্প ২৮
প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ ৩০
বিনি পয়সায় ভোজ ৩৫
নূতন অবতার ৪৭
অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি ৫৫
স্বর্গীয় প্রহসন ৬২
বশীকরণ ৭৩

ব্যঙ্গকৌতুক।

রসিকতার ফলাফল।

আর কিছুই নয় মাসিকপত্রে একটা ভারি মজার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পড়িয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ত হাসিয়াছিলই আবার শত্রুপক্ষও খুব হাসিতেছে।

অষ্টপাইকা, সাপ্‌টিবারি ও টাঙ্গাইল হইতে তিন জন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন প্রবন্ধটির অর্থ কি? তাঁহাদের মধ্যে একজন ভদ্রতা করিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহাতে ছাপাখানার গলদ্‌ আছে; আর একজন অনাবশ্যক সহৃদয়তাবশত লেখকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন; তৃতীয় ব্যক্তি অনুমান এবং আশঙ্কার অতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ; বস্তুত আমিই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি পাল হবিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন:—"গোবিন্দবাবুর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে কি ফরাসডাঙ্গার তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে? দেশে যে এত লোককে ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়াইতেছে এ প্রবন্ধে কি তাহার কোনো প্রতিকার কল্পিত হইয়াছে?"

অজ্ঞানতিমির নিবারণী পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছে:—"গোবিন্দবাবু যদি সত্যই মনে করেন দেশে ধানের ক্ষেতে পাটের আবাদ হইয়া চাষাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে তাঁহার প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। আর যদি তিনি বলিতে চান পাট ছাড়িয়া ধানের চাষই শ্রেয় তবে সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু কোন্‌টা যে তাঁহার মত প্রবন্ধ হইতে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।"

দুরূহ সন্দেহ নাই। কারণ, পাটের চাষ সম্বন্ধে কোনো দিন কোনো কথাই বলি নাই।

জ্ঞানপ্রকাশ বলিতেছেন :—"লেখার ভাবে আভাসে বোধ হয় বাল-বিধবার দুঃখে লেখক আমাদের কাঁদাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—কাঁদা দূরে যাক্, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।"

হাস্য সম্বরণ করিতে না পারার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী কিন্তু তিনি অকস্মাৎ আভাসে যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিজগুণে। সম্মার্জ্জনী নামক সাপ্তাহিকপত্রে লিখিয়াছেন :—"হরিহরপুরের ম্যানিসিপালিটির বিরুদ্ধে গোবিন্দবাবুর যে সুগভীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রাঞ্জল ও ওজস্বী হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু একটি বিষয়ে দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হইলাম, ইনি পরের ভাব অনায়াসেই নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। এক স্থলে বলিয়াছেন "জন্মিলেই মরিতে হয়"—এই চমৎকার ভাবটি যদি গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে চুরি না করিতেন তবে লেখকের মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম। নিম্নে আমরা কয়েকটি চোরাই মালের নমুনা দিতেছি :—গিবন্ বলিয়াছেন 'রাজ্যে রাজা না থাকিলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ঘটে',—গোবিন্দ লিখিয়াছেন 'একে অরাজকতা তাহাতে অনাবৃষ্টি—গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।' সংস্কৃত শ্লোকটিও কালিদাস হইতে চুরি!

রাস্কিনে একটি বর্ণনা আছে 'আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে—সমুদ্রের জলে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে।' গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন—'পঞ্চমীর চাঁদের আলো রামধনবাবুর টাকের উপর চিক্‌চিক্ করিতেছে।' কি আশ্চর্য্য চুরি! কি অদ্ভুত প্রতারণা !! কি অপূর্ব্ব দুঃসাহসিকতা !!!'

সংবাদসার বলেন "রামধনবাবু যে নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণবাবুর টাক নাই বটে কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় অল্প অল্প টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ অতিশয় নিন্দনীয়।"

আমার নিজেরই গোলমাল ঠেকিতেছে। আমার প্রবন্ধ যে হরিহরপুর ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে লিখিত তৎসম্বন্ধে "সম্মার্জনীর" যুক্তি একেবারে অকাট্য। হরিহরপুর চব্বিশ পরগণায় না ত্রিপুরাতে, না হাঁসখালি সবডিবিজনের অন্তর্গত আমি কিছুই অবগত নহি; সেখানে যে ম্যুনিসিপালিটি আছে বা ছিল, বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর।

অপর পক্ষে, আমার প্রবন্ধে আমি নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছি এ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা কঠিন। সংবাদসার এমনি নিবিড়ভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহার মধ্যে ছুঁচ চালাইবার জো নাই। আমি একজনকে চিনি বটে কিন্তু সে বেচারা ত্রিবেদী নয় মজুমদার,—তার বাড়ি নেউগিপাড়ায় নয়, ঝিনিদহে; আর তার ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় টাক থাকা চুলায় যাক্ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রই নাই। দুইটি ভাগিনেয় আছে বটে।

যাঁহারা বলেন আমি বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনির মালেকদের চরিত্রের কালিমার সহিত উক্ত কয়লার তুলনা করিয়াছি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, উক্ত খনি আছে কিনা এবং কোথায় আছে এবং থাকিলেই বা কি, যদি খোলসা করিয়া সমস্ত আমাকে লিখিয়া পাঠান তবে খনি-রহস্য সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর হইয়া যায়। যিনি যাহাই বলুন "নুনের ট্যাক্স" "বিধবা বিবাহ" কিম্বা "গাওয়া ঘি" সম্বন্ধে যে আমি কিছুই বলি নাই তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

এদিকে ঘরেও গোল বাধিয়াছে। গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় স্বরূপ আমি এক জায়গায় লিখিয়াছিলাম "এ জগৎটা পশুশালা।" আমার ধারণা ছিল যে পাঠকেরা হাসিবে। অন্তত তিন জন পাঠক যে হাসেন নাই তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। প্রথমত শ্যালক আসিয়া আমাকে গাল পাড়িল—সে কহিল, নিশ্চয়ই আমি তাহাকেই পশু বলিয়াছি;—আমি কহিলাম "বলিলে

অপরাধ হয় না, কিন্তু তোমার দিব্য, বলি নাই।" ভ্রাতার অপমানে ব্রাহ্মণী পিতার ঘরে যাইবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। জমিদার পশুপতিবাবু থাকিয়া থাকিয়া রাগে তাঁহার গোঁফ জোড়া বিড়ালের ন্যায় ফুলাইয়া তুলিতেছেন। তিনি বলেন তাঁহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছি এবং লোকসমাজে তিনি আমার সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা সুশ্রাব্য নয়। এদিকে পাকড়াশি বাড়ির জগৎবাবু চা খাইতে খাইতে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অট্টহাস্যের সঙ্গে মুখভ্রষ্ট চায়ের ও রুটির কণায় বজ্রবিদ্যুদ্‌বৃষ্টির কৃত্রিম দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছিলেন এমন সময় যেমনি পড়িলেন "জগৎটা পশুশালা" অমনি হাস্যের বেগ হঠাৎ থামিয়া গিয়া গলায় চা বাধিয়া গেল; লোকে ভাবিল ডাক্তার ডাকিবার সবুর সহিবে না।

পাড়াসুদ্ধ লোকের ধারণা যে আমার প্রবন্ধে আমি তাহাদেরই পরম-পূজনীয় জ্যাঠা, খুড়শ্বশুর অথবা ভাগ্নিজামাই সম্বন্ধে কোনো-না-কোনো সত্য কথার আভাস দিয়াছি; তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাথার খুলিটার উপরে লক্ষ্যপাত করিবে এমন কথা প্রকাশ করিতেছে। আমার প্রবন্ধের গভীর অভিপ্রায়টি যে কি তৎসম্বন্ধে আমার কথা তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের অভিপ্রায় যে কি তৎসম্বন্ধে তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু আমার পক্ষে নাই। বস্তুত তাহাদের ভাষা উত্তরোত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মনে করিয়াছি বাসা বদ্‌লাইতে হইবে—আমার রচনার ভাষাও বদ্‌লানো আবশ্যক। আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না।

১২৯২

ডেঞ্জে পিঁপ্‌ড়ের মন্তব্য।

দেখ দেখ, পিঁপ্‌ড়ে দেখ! ক্ষুদে ক্ষুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করিতেছে—ওরা সব পিঁপ্‌ড়ে, যা'কে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্চি ডেঞ্জে, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ওই পিঁপ্‌ড়েগুলোকে দেখ্‌লে আমার অত্যন্ত হাসি আসে!

হা হা হা, রকম দেখ, চল্‌চে দেখ, যেন ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে! আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে; সূর্য্য যদি মিছ্‌রির টুক্‌রো হত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখ্‌তে পারতুম। উঃ, আমি এত বড় একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখ কি কর্‌চে—এক্‌টা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি কর্‌চে! আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাৎ! সত্যি বল্‌চি আমার দেখ্‌তে ভারি মজা লাগে!

আমার পা দেখ আর ওদের পা দেখ—যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখিনে—এত বড় পা। পদ-মর্য্যাদা এর চেয়ে আর কি আশা করা যেতে পারে! কিন্তু পিঁপ্‌ড়েরা আপনাদের ক্ষুদে ক্ষুদে পা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে! দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়! হাজার হোক, পিঁপ্‌ড়ে কি না!

ওরা একে ক্ষুদ্র, তাতে আবার আমি বিস্তর উঁচু থেকে দেখি—ওদের সবটা আমার নজরে আসে না! কিন্তু আমি আমার অতি দীর্ঘ ছ' পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষে দৃক্‌পাত করে আন্দাজে ওদের আগাগোড়াই বুঝে নিয়েছি। কারণ পিঁপ্‌ড়ে এত ক্ষুদ্র যে ওদের দেখে ফেল্‌তে অধিকক্ষণ লাগে না। পিঁপ্‌ড়ে জাতি সম্বন্ধে আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখ্‌ব এবং বক্তৃতাও দেব।

পিঁপড়ে সমাজ সম্বন্ধে আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে। ডেঞ্চেদের সন্তানস্নেহ আছে অতএব পিঁপড়েদের তা কখনই থাকতে পারে না, কারণ তারা পিঁপড়ে, কেবল মাত্র পিঁপড়ে, পিঁপড়ে ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোনা যায়, পিঁপড়েরা মাটিতে বাসা বানাতে পারে—স্পষ্টই বোধ হচ্চে তারা ডেঞ্চে জাতির কাছে থেকে স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা করেছে—কারণ তারা পিঁপড়ে—সামান্য পিঁপড়ে, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে পিপীলিকা!

পিঁপড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়—ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমন কি আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেঞ্চেসমাজ কিছু দিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞ্চে ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়েদের বাসার মধ্যে বাসস্থাপন করি এবং পিঁপড়ে-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হই—এতদূর পর্য্যন্ত ত্যাগস্বীকার কর্ত্তে আমি প্রস্তুত আছি। তাদের শর্করকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোন ক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজি আছি, যদি এতেও তারা কিছু মাত্র উন্নত হয়!

তারা উন্নতি চায় না—তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়—তার কারণ, তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে! কিন্তু আমরা যখন ডেঞ্চে, তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব! আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগনে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাদের শর্করা আমরা কেন খাব এবং তাদের বিবরে কেন বাস করব তবে তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি যে তারা পিঁপড়ে এবং আমরা ডেঞ্চে। দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে পিঁপড়েদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছি, অতএব আমরা তাদের শর্করা খাব এবং বিবরেও বাস করব। তৃতীয় আমাদের প্রিয় ভাঁই ভূমি ত্যাগ করে আসতে হবে, সেই জন্য সেই দুঃখ-নিবারণের জন্য শর্করা কিছু অধিক পরিমাণে

খাওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, বিদেশে বিজাতির মধ্যে বিচরণ করতে হবে, নানা রোগ হতে পারে—তাহলে বোধ করি, আমরা বেশী দিন বাঁচ্‌বনা—হায় আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা! অতএব শর্করা খেতেই হবে, এবং বিবরেও যতটা স্থান আছে সমস্ত আমরা এবং আমাদের শ্যালকেরা মিলে ভাগাভাগি করে নেব!

পিঁপ্‌ড়েরা যদি আপত্তি করে—তবে তাদের বল্‌ব অকৃতজ্ঞ। যদি তারা শর্করা খেতে এবং বিবরে স্থান পেতে চায় তবে ডাঁই ভাষায় তাদের স্পষ্ট বল্‌ব তোমরা পিঁপ্‌ড়ে, ক্ষুদ্র, তোমরা পিপীলিকা। এর চেয়ে আর প্রবল যুক্তি কি আছে!

তবে পিঁপ্‌ড়েরা খাবে কি? তা জানিনে। হয়ত আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের দীর্ঘপদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাকবে না। তারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করুক্ এবং আমরা ক্রমিক শর্করা খাই, এম্‌নি একটা বন্দোবস্ত থাকলে তবেই শৃঙ্খলা এবং শান্তিরক্ষা হবে, না হলে তুমুল বিবাদের আটক কি? মাথায় গুরুভার পড়লে এতই বিবেচনা করে চল্‌তে হয়!

শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারে যদি পিঁপ্‌ড়েজাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব—কারণ আমরা ডেঞ্জে জাতি; উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।

প্রত্নতত্ত্ব।

প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কি নাম ছিল?

১

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারেই এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রাচীন-ভারতে ইতিহাস ছিল না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। প্রকৃত কথা, আধুনিক ভারতে অনুসন্ধান ও গবেষণার নিতান্ত অভাব। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকেরা দেখিবেন, আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই, এবং তাহাতে যথেষ্ট ফললাভও হইয়াছে।

প্রাচীন-ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কি নাম ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কীট্টক ভট্ট ও পুণ্ড্র-বর্দ্ধন মিশ্রের জীবিতকাল নির্দ্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক।

প্রথমতঃ, কীট্টক ভট্ট কোন্ রাজার রাজত্বকালে বাস করিতেন, সেইটি নিঃসংশয়রূপে স্থির করা যাউক। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি পুরন্দর সেনের মন্ত্রী, অন্য মতে তিনি বিজয় পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেখিতে হইবে, পুরন্দর সেন কয় জন ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কে মিথিলায়, কে উৎকলে এবং কেই বা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহার রাজত্বকাল খ্রীষ্ট শতাব্দীর পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, কাহার নয়শত বৎসর পরে এবং কাহারই বা খ্রীষ্ট শতাব্দীর সমসাময়িক কালে। বোধনাচার্য্য তাঁহার রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"পরম্পারম্প্রথিতপথিকৌ (মধ্যে পুঁথির দুই পাতা পাওয়া যায় নাই

লসত্যসৌ।" এই শ্লোকের অর্থসম্বন্ধে পুরাতত্ত্বকোবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইতেছে না।

কিন্তু, নৃপতি-নির্ঘণ্ট গ্রন্থে উতঙ্ক সূরি লিখিতেছেন,—"লিগ ·····নন্দ ...পরন্ত···শ্রুং।" ইহার মধ্যে যেটুকু অর্থ ছিল, তাহার অধিকাংশই কীটে নিঃশেষপূর্ব্বক পরিপাক করিয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা বোধনাচার্য্যের লেখনের কোন সমর্থন করিতেছে না, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু উভয়ের লেখার প্রামাণিকতা তুলনা করিতে গেলে, বোধনা-চার্য্য ও উতঙ্ক সূরির জন্মকালের পূর্ব্বাপরতা স্থির করিতে হয়।

দেখা যাউক, চীন-পরিব্রাজক নিন্-ফু বোধনাচার্য্য সম্বন্ধে কি বলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বলেন না।

আমরা আরব ভ্রমণকারী আল্‌করীম, পর্টুগীজ-ভ্রমণকারী গঞ্জালিস্ ও গ্রীক্-দার্শনিক ম্যাকডীমসের সমস্ত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলাম। প্রথমতঃ ইহাঁদের তিন জনের ভ্রমণকাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। আমরাও তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রবন্ধ সংক্ষেপের উদ্দেশে তৎপূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে, উক্ত তিন ভ্রমণকারীর কোন রচনায়, বোধনাচার্য্য অথবা উতঙ্ক সূরির কোন উল্লেখ নাই। নিন্-ফুর গ্রন্থে "হুলাও-কো" নামক এক ব্যক্তির নির্দ্দেশ আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্মাত্রেই "হুলাও-কো" নাম বোধনাচার্য্য নামের চৈনিক অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু "হুলাও-কো" বোধনাচার্য্যও হইতে পারে, শম্বর দত্ত হইতেও আটক নাই।

অতএব পুরন্দর সেন এক জন ছিলেন, কি অনেক জন ছিলেন, কি ছিলেন না, প্রথমতঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত সংশয়াপন্ন পুরন্দর সেনের সহিত কীট্টক ভট্ট অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন মিশ্রের কোন যোগ ছিল কি না ছিল, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নহে।

অতএব, উক্ত কীট্টকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন মিশ্রের রচিত মোহান্তক ও

জ্ঞানাঞ্জন নামক গ্রন্থে যদি গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন বাষ্পের কোন উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়, বলা শক্ত। শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সময়ে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সে সময়টা কি, তাহা আমি অনুমান করিলে মধুসূদন শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিবাদ করিবেন, এবং তিনি অনুমান করিলে আমি প্রতিবাদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, কৌতুক ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট এইখানে বিদায় লইতে হইল। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইল, এ জন্য পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ নন্দ, উপনন্দ, আনন্দ, ব্যোমপাল, ক্ষেমপাল, অনঙ্গপাল প্রভৃতি আঠারো জন নৃপতির কাল ও বংশাবলী-নির্ণয় সম্বন্ধে মধুসূদন শাস্ত্রীর মত খণ্ডন করিয়া সোমদেব, চৌলুকভট্ট, শঙ্কর, কৃপানন্দ, উপমন্যু প্রভৃতি পণ্ডিতের জীবিতকাল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তাহার পর, তাঁহাদের রচিত বোধপ্রদীপ, আনন্দসরিৎ, মুগ্ধচৈতন্যলহরী প্রভৃতি পঞ্চান্নখানি গ্রন্থের জীর্ণাবশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইব, উহাদের মধ্যে কোন গ্রন্থেই গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি অথবা অক্সিজেনের নাম গন্ধ নাই। উক্ত গ্রন্থসমূহে ষড়চক্রভেদ, সর্পদংশন মন্ত্র, রক্ষাবীজ আছে এবং এক জন পণ্ডিত এমনও মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিজের লাঙ্গুল দর্শন করিলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ও কুণ্ডপতনক নামক চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালন আবশ্যক; কিন্তু ব্যাটারি ও বাষ্প বিষয়ে কোন বর্ণনা বা বিধান পাওয়া গেল না। আমরা ক্রমশঃ ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া, ইতিহাসহীনতা সম্বন্ধে ভারতের দুর্নাম দূর করিব;—প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব যে, পুরাকালে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ভারতখণ্ডে ছিল না এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্সিজেন বাষ্পের কোন নাম পাওয়া যায় না।

মধুসূদন শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

২

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাভিহাঁস, বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারী বাবু কলম ধরিয়াছেন; অতএব প্রাচীন ভারত, সাবধান! কোথায় খোঁচা লাগে কি জানি! অপোগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে, তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? অথবা বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উদ্যতলেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি পবিত্র উত্তরীয়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই আমড়াতলার দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতা।

আমাদের দেশে যে এককালে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেন্ বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ভাই বাঙ্গালী, এ কথা তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? তাহা হইলে তোমার এমন দশা হইবে কেন? আজ যে তুমি লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, তিরস্কৃত, পরপদানত, অন্নবস্ত্রহীন দাসানুদাস ভিক্ষুক, জগতে তোমার এমন অবস্থা হয় কেন? কোন্ দিন তুমি এবং তোমাদের সাহিত্য-সংসারের এই সার সংটি বলিয়া বসিবেন, অসভ্য ভারতের বাতাসে অক্সিজেন বাষ্পই ছিল না, এবং বিদ্যুৎ খেলাইতে পারে, ভারতের অশিক্ষিত আকাশ এমন এন্‌লাইটেণ্ড্ ছিল না।

ভাই বাঙ্গালী, তুমি এন্‌লাইটেণ্ড্, বাতাসের সঙ্গে তুমি অনেক অক্সিজেন বাষ্প টানিয়া থাক এবং তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে, আমি মূর্খ—আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই, ভাই আমি বিশ্বাস করি, প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ছিল এবং অক্সিজেন বাষ্পের অস্তিত্বও অবিদিত ছিল না। কেন বিশ্বাস করি? আগে নিষ্ঠার সহিত কূর্ম্ম, কল্কি ও স্কন্দ

পুরাণ পাঠ কর, গো এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি স্থাপন কর, ম্লেচ্ছের অন্ন যদি খাইতে ইচ্ছা হয় ত গোপনে খাইয়া সমাজে অস্বীকার কর, যতটুকু নব্য শিক্ষা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিতে পারিবে, কেন বিশ্বাস করি! আজ তোমাকে যাহা বলিব, তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দবে। আমার যুক্তি তোমার কাছে অজ্ঞের প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, কীটে যতটা খাইয়াছে এবং মুসলমানে যতটা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার কি একটা হিসাব আছে! যে পাপিষ্ঠ যবন ভারতের পবিত্র স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ভারতের গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারির প্রতি যে তাহারা মমতা প্রদর্শন করিবে, ইহাও কি সম্ভব! যে ম্লেচ্ছগণ শত শত আর্য্যসন্তানের পবিত্র মস্তক উষ্ণীষ ও শিখা সমেত উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে আমাদের পবিত্র দেবভাষা হইতে অক্সিজেন বাষ্পটুকু উড়াইয়া দিবে, ইহাতে কিছু বিচিত্র আছে?

এই ত গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যদি যবনগণের দ্বারাই গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের প্রাচীন নাম লোপ না হইবে, তবে তাহা গেল কোথায়—তবে কোথাও তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেন? প্রাচীন শাস্ত্রে এত শত ঋষি মুনির নাম আছে, তন্মধ্যে গল্বন ঋষির নাম বহু গবেষণাতেও পাওয়া যায় না কেন? যে পবিত্র ভারতে দধীচি বজ্রনির্ম্মাণের জন্য নিজ অস্থি ইন্দ্রকে দান করিয়াছেন, ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছেন, এবং জহ্নু মুনি গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়া জানু দিয়া নিঃসারিত করিয়াছেন, যে ভারতে ঋষিবাক্যপালনের জন্য বিন্ধ্য পর্ব্বত আজিও নতশির, সেই ভারতের সাহিত্য হইতে অক্সিজেন বাষ্পের নাম পর্য্যন্ত যে লুপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বসংহারক যবনের উপদ্রবই যদি তাহার কারণ না হয়, তবে হে ভাই বাঙ্গালি তাহার কি কারণ আছে জিজ্ঞাসা করি?

তৃতীয় যুক্তি এই যে, ইতিহাসের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যবনেরা প্রাচীন ভারতের বহুতর কীর্ত্তি লোপ করিয়াছে। এ কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ যে আমরা নিন্দিত অপমানিত ভীত ত্রস্ত ভয়গ্রস্ত রিক্তহস্ত অস্তঙ্গমিত-মহিমা পরাধীন হইয়াছি, ভারতে যবনাধিকারই তাহার একমাত্র কারণ।—এতটা দূরই যদি স্বীকার করিতে পারিলাম, তবে আমাদের গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের নামও যে সেই দুরাত্মারাই লোপ করিয়াছে, এটুকু যোগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবার তিলমাত্র কারণ দেখি না।

চতুর্থ যুক্তি—যখন এক সময়ে যবন ভারত অধিকার করিয়াছিল এবং নির্ব্বিচারে বহুতর পূত মস্তক ও মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়াছিল, যখন অনায়াসে যবনের স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করা যাইতে পারে এবং সে জন্য কেহ লাইবেলের মকদ্দমা আনিবে না, তখন যে ব্যক্তি সভ্যতার কোন উপকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈন্য স্বীকার করে, সে পাষণ্ড হৃদয়হীন, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং স্বদেশদ্রোহী। অতএব, তাহার কথার কোন মূল্য থাকিতে পারে না; সে যে সকল প্রমাণ আহরণ করে, কোন প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতেই পারেন না।

এমন যুক্তি আমরা আরও অনেক দিতে পারি। কিন্তু আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মত উদার, আমাদের মত সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোন হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি, বাপান্ত, অর্দ্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।

১২৯৮।

লেখার নমুনা।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না, আপনারা এখনো লিখিতে শিখেন নাই। অমন মৃদুসম্ভাষণে কাজ চলে না। গলায় গামছা দিয়া লোক টানিতে হইবে। কিন্তু উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ বলিয়া, আমাদের এজেন্সি আফিস হইতে একটা লেখার নমুনা পাঠাইতেছি। পছন্দ হইলে ছাপাইবেন, দাম দিতে ভুলিবেন না। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি সাহিত্যসংসারে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বাঙ্গালার ভূগোলে সাহিত্য-সংসার কোথায় আছে, ঠিক জানি না; এই পর্য্যন্ত জানি, আমাদের বিখ্যাত লেখককে তাঁহার ঘরের লোক ছাড়া আর কেহই চেনেন না। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, সাহিত্যসংসার বলিতে তিনি, তাঁহার বিধবা পিসি, তাঁহার স্ত্রী এবং দুই বিবাহযোগ্যা কন্যা বুঝায়। এই ক্ষুদ্র সাহিত্যসংসারটির জীবিকা, আমাদের খ্যাতনামা লেখকটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল সময়ে রুচিরক্ষা করিয়া, সত্য রক্ষা করিয়া, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া লিখিলে, ইহার কোনও মতে চলে না', অতএব উপযুক্ত লেখক এমন আর পাইবেন না।

তবু কেন বলি?

"দেখিয়া বিস্মিত আশ্চর্য্য এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কি বলিব, চক্ষে জল আসে, কান্না পায়, অশ্রু-সলিলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, যখন দেখিতে পাই, যখন প্রত্যহ এমন কি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখা যায়,—কি দেখা যায়! পোড়া মুখে কেমন করিয়া বলিব, কি দেখা যায়! বলিতে লজ্জা হয়, সরম আসে, মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা হয়, উচ্চৈস্বরে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে,

মাতঃ বসুন্ধরে, জননী, মা, মাগো, একবার দ্বিধা হও মা—একবার দু'খানা হইয়া ভাঙ্গিয়া যা মা, সন্তানের লজ্জা নিবারণ কর্ জননি! ভাই বঙ্গবাসী, বুঝিয়াছ কি, কোন্ কলঙ্কের কথা, কোন্ লাঞ্ছনার কথা, কোন্ দুঃসহ লজ্জার কথা বলিতেছি, ব্যক্ত করিতেছি, প্রকাশ করিতে গিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাই-তেছে? না, বোঝ নাই, তোমরা বুঝিবে কেন ভাই! তোমরা মিল্ বোঝ, স্পেন্সর বোঝ, তোমরা শেলির আধ-আধ ছায়া-ছায়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কবিত্ব বোঝ, তোমরা গরিবের কথা বুঝিবে কেন, দরিদ্রের কথা শুনিবে কেন, এ অকিঞ্চনের ভাষা তোমাদের কানে যাইবে কেন? কিন্তু ভাই একটি প্রশ্ন আছে, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, গুণমণি, ঐ মুখের একটি উত্তর শুনিতে চাই—আচ্ছা ভাই, পরের কথা বোঝ, আর আপনার লোকের কথা বোঝ না, বাহিরের কথা বোঝ, আর ঘরের কথা বুঝিতে পার না, যে আপনার নয়, তাহার কথা বোঝ, যে আপনার, তাহার কথা বোঝ না? বোঝ না তাহাতেও দুঃখ নাই, তাহাতেও খেদ নাই, তাহাতেও তিলার্দ্ধ-মাত্র শোকের কারণ নাই, কিন্তু ভাই কথাটা যে একেবারে হৃদয়ঙ্গমই হয় না, একেবারে যেন অবোধের মত বসিয়া থাক! সেই ত আমাদের দুর্দ্দশা, সেই ত আমাদের দুরদৃষ্ট! ভাই বাঙ্গালী, জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে, যে কথা আজিকার দিনে কেহ বুঝিবে না, সে কথা তুলিলে কেন, উত্থাপন করিলে কেন? যে কথা সবাই ভুলিয়াছে, সে কথা মনে করাইয়া দাও কেন? যে দুর্ব্বিসহ অসহ্য বেদনা, যে দুঃসহ ব্যথা, যে অসহ্য যন্ত্রণা নাই, তাহাতে আঘাত দাও কেন? আমিও ত সেই কথা বলি ভাই! এই ভাঙ্গা মন্দিরে এই ভাঙ্গা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি কেন তুলি! এই শ্মশানের চিতানলে আবার কেন নূতন করিয়া নয়নজল নিক্ষেপ করি! আর্য্য জননীর সমাধিক্ষেত্রে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসিত সভ্য-চালিত নব সভ্যতার দিনে আবার কেন নূতন করিয়া নীরবতার তরঙ্গ উত্থিত করি! কেন করি! তোমরা কি করিয়া বুঝিবে ভাই কেন করি!

তুমি যে ভাই সভ্য, তুমি কি করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে ভাই নব সভ্যতার নূতন বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন তানে নূতন গান ধরিয়াছ, নূতন রসে নূতন মজিয়া নূতন ভাবে নূতন ভোর হইয়াছ, তুমি কি করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে এ কথা কখন কিছু শোন নাই এবং আজ সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি যে এ কথা কখন কিছু বোঝ নাই এবং আজ একেবারেই বোঝ না, তুমি কি করিয়া বুঝিবে কেন করি! তবু জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি? আমি যে ভাই তোমাদের মিল পড়ি নাই, তোমাদের স্পেন্সর পড়ি নাই, তোমাদের ডারুয়িন্ পড়ি নাই, আমি যে ভাই তোমাদের হক্সলি এবং টিণ্ড্যাল্, রস্কিন্ এবং কার্লাইল্ পড়ি নাই, এবং পড়িয়া বুঝিতে পারি নাই, আমি যে ভাই কেবলমাত্র ষড়দর্শন এবং অষ্টাঙ্গ বেদ, সংহিতা এবং পুরাণ, আগম এবং নিগম, উপক্রমণিকা এবং ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ পড়িয়াছি—ঐ সকল গ্রন্থ এই পতিত ভারতে আমি ছাড়া আর যে কেহ পড়ে নাই এবং বুঝে নাই ভাই! তবু আবার জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি! প্রাণের ভাই সকল! আমি যে পাগল, বাতুল, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত, আমার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির স্থিরতা নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত!

"ভাই বাঙ্গালি, এখন বুঝিলে কি, কেন করি, অবোধ অশ্রু কেন পড়ে, পোড়া চখের জল কেন বারণ মানে না, কেন মিছে অরণ্যে রোদন, অস্থানে ক্রন্দন করিয়া মরি! নীরব হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত হইল কি, এই ভস্মীভূত প্রাণের শিখা দেখিতে পাইলে কি, শুষ্ক অশ্রুধারা দুই কপোল বাহিয়া কি প্রবাহিত হইল? যে ধ্বনি কখন শোন নাই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে কি, যে আশা কখন হৃদয়ে স্থান দাও নাই, তাহার নৈরাশ্য তিলমাত্র অনুভব করিলে কি, যাহা বুঝাইতে গেলে বুঝান যায় না এবং যাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা উত্তরোত্তর অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা কি আজ তোমাদের এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারুদ্ধ বধির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল?"

* * *

সম্পাদক মহাশয়! আজ এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করা গেল। কারণ, ইহার পরের প্যারাগ্রাফেই আমাদের লেখক আরম্ভ করিয়াছেন, "যদি না করিয়া থাকে, তবে আমি ক্ষান্ত হইলাম, নীরব হইলাম, তবে আমি মুখ বন্ধ করিলাম, তবে আমি আর একটি কথাও কহিব না—না, একটিও না!" এই বলিয়া কেন কথা কহিবেন না, শ্মশানক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ ফল হয়, এবং সমাধিক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ নিষ্ফল হয়, এবং কথা না বলিলেই বা কিরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইলেই বা কিরূপ কথা বাহির হইতে থাকে, তাহাই ভাই বাঙ্গালীকে পুনরায় বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এই অংশটা এত দীর্ঘ যে, আপনার কাগজে স্থান হইবে না। পাঠকদিগকে আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে, প্রবন্ধটি অবিলম্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৫৵০ মাত্র, কিন্তু যাঁহারা ডাকমাশুল স্বরূপে উক্ত ৫৵০ পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে।

সাহিত্য এজেন্সির কার্য্যাধ্যক্ষ।

সারবান সাহিত্য।

নাটক।

সম্পাদক মহাশয়,

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে রাশি রাশি নাটক নভেলের আমদানী হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সার পদার্থ কিছুমাত্র নাই। না আছে তত্ত্বজ্ঞান, না আছে উপদেশ। কি করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, গো-জাতির রোগ-নিবারণ করিবার কি কি উপায় আছে; দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্ বাদ শ্রেষ্ঠ; কফ পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধির পক্ষে দিশিকুম্ড়া ও বিলাতী কুমড়ার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে

কিনা, অশোক এবং হর্ষবর্দ্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে আমাদের অগণ্য কাব্যনাটকের মধ্যে এসকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোন মীমাংসা পাওয়া যায় না। একবার কল্পনা করিয়া দেখুন, যদি কোন নাটকের পঞ্চমাঙ্কের সর্ব্বশেষভাগে এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় যদ্দ্বারা জৈব-শক্তি ও দৈবশক্তির অন্যোন্য সম্বন্ধ নিরূপিত হয় অথবা সৃষ্টি বিকাশের ক্রম-পর্য্যায় নাটকের অঙ্কে অঙ্কে বিভক্ত হইয়া দুর্গম জ্ঞান শিখরের মরকত-সোপান-পরম্পরা রচিত হয়, তবে রসগ্রাহী সহৃদয় পাঠকেরা কিরূপ পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এখন যে সকল অসার, ম্লেচ্ছভাবসংস্পর্শ-দুষিত গ্রন্থ বাহির হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া বাবুরা সাহেব এবং ঘরের গৃহিণীরা বিবি হইতেছেন। বঙ্গসাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার মানসে আমি নাটক উপন্যাসের ছলে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় পঞ্জিকা নাট্যাকারে বাহির করিব স্থির করিয়াছি। গ্রহ ফলাফলের প্রতি বর্ত্তমান কালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাবু-বিবিদিগের বিশ্বাস ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিবার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের অভিপ্রায়ে এই নাটকের কিঞ্চিৎ নমুনা মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

নাটকের পাত্রগণ।

হর।

পার্ব্বতী।

প্রথম অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস পর্ব্বত।

হর পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। নাথ!

হর। কেন প্রিয়ে?

পার্ব্বতী। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দ হইতে কয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে, সেই মনোহর প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

হর। (সহাস্যে) প্রিয়ে, পঞ্জিকার প্রথম সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ষারম্ভ দিনে এই পরম জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া আসিতেছি। জীবিতবল্লভে, আজও কি এসম্বন্ধে তোমার ধারণা জন্মিল না?

পার্ব্বতী। প্রাণনাথ, জানইত আমরা বুদ্ধিহীন নারীজাতি বিশেষতঃ আজকালকার বিবিদের মত ফিমেল ইস্কুলে পড়ি নাই। (বোধ করি সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন এইখানে বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করা হইল। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা অনেকটা নিবারণ হইবে। লেখক) হৃদয়নাথ, অহর্নিশি একমাত্র পতিচিন্তা ব্যতীত যাহার আর কোন চিন্তা নাই তাহার স্মৃতিপটে অতগুলা মনুর কথা কিরূপে অঙ্কিত হইবে? হাজার হোক, তাহারা ত পরপুরুষ বটে! (বর্ত্তমান কালের পাঠিকারা এইস্থল হইতে পতিভক্তির সুন্দর উপদেশ পাইবেন। লেখক]

হর। প্রিয়তমে, তবে অবহিত হইয়া মনোহর কথা শ্রবণ কর। শ্বেত-বরাহ কল্পাব্দের পর হইতে ছয় জন মনু গত হইয়াছেন। প্রথম সায়ম্ভুব মনু। দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু। তৃতীয় ঔত্তমজ মনু। চতুর্থ তামস মনু। পঞ্চম রৈবত মনু। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু। সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। সপ্তবিংশতিযুগ গত হইয়াছে। অষ্টবিংশতি যুগে কলিযুগের প্রারম্ভ। তত্র চতুর্যুগের পরিমাণ বিংশতি-সহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষ পরিমিত বর্ষ।

পার্ব্বতী। (স্বগত) অহো কি শ্রুতিমনোহর! (প্রকাশ্যে) প্রাণেশ্বর! এবার সত্য যুগোৎপত্তির কাল নিরূপণ করিয়া দাসীর কর্ণকুহর সুধাসিক্ত কর।

হয়। প্রিয়ে, তবে শ্রবণ কর। বৈশাখ শুক্লপক্ষ অক্ষয় তৃতীয়া রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তি। ইত্যাদি।

(এইরূপে কাব্যকৌশল সহকারে প্রথম অঙ্কে একে একে চারি-যুগের উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত হইবে। লেথক)

দ্বিতীয় অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস।

বৃষস্কন্ধে মহেশ এবং শিলাতলে হৈমবতী আসীনা। নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্য সাধনের জন্য হর পার্ব্বতীর নাম পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে বৃষের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কোন রঙ্গভূমিতে এই নাটকের অভিনয় হয় নিশ্চয়ই বৃষ সাজিবার লোকের অভাব হইবে-না। বক্ষ্যমাণ অঙ্কে পার্ব্বতী মধুর সম্ভাষণে মহেশ্বরের নিকট হইতে বর্ষফল জানিয়া লইতেছেন। এই অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে সোনার ভারতের দুর্দ্দশায় পার্ব্বতীর বিলাপ এবং রেলগাড়ী প্রচলিত হওয়াতে আর্য্যাবর্ত্তের কি কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে আঢ়কেশ ফল, কুড়বেশ ফল এবং গোটিকাপাত ফল নামক সুখশ্রাব্য প্রসঙ্গে এই অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস।
গজচর্ম্মে ত্র্যম্বক ও অম্বিকা আসীনা।

নাট্যশালায় গজচর্ম্মের আয়োজন যদি অসম্ভব হয়, কার্পেট পাতিয়া দিলেই চলিবে। এই দুই অঙ্কে বারবেলা, কাল বেলা, পরিঘযোগ, বিষ্কম্ভ যোগ, অসৃক যোগ, বিষ্টিভদ্রা, মহাদগ্ধা, নক্ষত্রফল, রাশিফল, ববকরণ, বালবকরণ, তৈতিলকরণ, কিস্তুঘ্নকরণ, ঘাতচন্দ্র, তারা প্রতিকার, গোচরফল প্রভৃতির বর্ণনা আছে। অভিনেতাদিগের প্রতি লেখকের সবিনয় অনুরোধ, এই দুই অঙ্কে তাঁহারা যথাযথ ভাব রক্ষা করিয়া যেন অভিনয় করেন—কারণ অরিদ্বিদশ এবং মিত্রষড়ষ্টক কথনে যদি অভি-

নেতার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গীতে ভিন্নতা না থাকে, তবে দর্শকগণের চিত্তে কখনই অনুরূপ ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না। লেখক।

পঞ্চমাঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস।

সিংহের উপর ত্রিপুরারি ও মহাদেবী আসীন।

(সিংহের অভাবে কাঠের চৌকি হইলে ক্ষতি নাই। লেখক)

মহাদেবী। প্রভু, দেবদেব, তুমিত ত্রিকালজ্ঞ, ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তোমার নখদর্পণে; এইবার বলদেখি ১৮৭৯ সালের এক আইনে কি বলে?

ত্রিপুরারি। মহাদেবি, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি, তবে অবধান কর। কোন একটি বিষয়ের অনেকগুলি দলিল হইলে তাহার মধ্যে প্রধান খানিতে নিয়মিত ষ্টাম্প অপরগুলিতে এক টাকা অনুসারে দিতে হয়।

ইহার পর দলিল রেজেষ্টরীর খরচা, তামাদির নিয়ম, উকিল খরচা, খাজানা বিষয়ক আইন, ইন্‌কম্‌ট্যাক্স, বাঙ্গিডাক, মণিঅর্ডার; সর্ব্বশেষ সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট্ রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার কথা বিবৃত করিয়া যবনিকা পতন। এই অঙ্কে যে ব্যক্তি সিংহ সাজিবে তাহার কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকিতে পারে,—অতক্ষণ দুই জনকে স্কন্ধে করিয়া হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন ব্যাপার। সেই জন্য উকীল-খরচা কথনের মধ্যে সিংহ একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, "মা আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।" মা বলিবেন "তা যাও বাছা, সাহারা মরুতে তোমার শিকার ধরিয়া খাওগে, আমরা নীচে নামিয়া বসিতেছি।" হামাগুড়ি দিয়া সিংহ নিষ্ক্রান্ত হইবে। এই সুযোগে দর্শকেরা সিংহের আবাসস্থলের পরিচয় পাইবেন।—আমার কোন কোন নব্যবন্ধু পরামর্শ দিয়াছিলেন ইহার মধ্যে মধ্যে নন্দী ভৃঙ্গীর হাস্যরসের অবতারণা করিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা হইলে নাটকের গৌরব লাঘব হয়। এই জন্য হাস্য প্রগল্‌ভতা আমি সযত্নে দূরে পরিহার করিয়াছি। ভবিষ্যতে

সুশ্রুত ও চরক সংহিতা নাট্যাকারে রচনা করিবার অভিলাষ আছে এবং উপন্যাসের ন্যায় লঘু সাহিত্যকে কতদূর পর্য্যন্ত সারবান করিয়া তোলা যাইতে পারে, পাঠকদিগকে তাহারও কিঞ্চিৎ নমুনা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

ভবদীয় একান্ত অনুগত শ্রীজনহিতৈষী
সাহিত্য প্রচারক।

১২৯৮।

মীমাংসা।

আমাদের বাড়ির পাশেই নবীন ঘোষের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনও আমাদের বাড়ির ছাদে উঠি না, জানালায়ও দাঁড়াই না। আপন মনে গৃহকার্য্য করিয়া যাই।

নবীন ঘোষের বড় ছেলে মুকুন্দ ঘোষকে কখনও চক্ষে দেখি নাই।

কিন্তু মুকুন্দ ঘোষ কেন বাঁশি বাজায়! সকালে বাজায়, মধ্যাহ্নে বাজায়, সন্ধ্যাবেলায় বাজায়। আমার ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি কবি নই, মাসিক পত্রের সম্পাদক নই, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কেবল সকালে কাঁদি, মধ্যাহ্নে কাঁদি, সন্ধ্যাবেলায় কাঁদি এবং ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি রাধিকা কেন তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন "বারণ করলো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।"

বুঝিতে পারি চণ্ডিদাস কেন লিখিয়াছেন,

"যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

কিন্তু পাঠক, আমার এ হৃদয়বেদনা তুমি কি বুঝিয়াছ?—

উত্তর।

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি কুলবধূ নই। কারণ, আমি পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি কন্সর্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোক্‌রা নূতন বাঁশি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রত্যুষ হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সারিগম্‌ সাধিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সড়গড় হইয়াছে; এখন প্রত্যেক সুরে কেবলমাত্র আধসুর শিকিসুর তফাৎ দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে—ঘরে আর কিছুতে মন টেঁকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন "বারণ করলো, সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।" শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম্‌ সাধিতে ছিলেন। বুঝিতে পারিতেছি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন—

"যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

বোধ হয় চণ্ডীদাসের বাসার পাশে কন্সর্টের দল ছিল।

আমার বাড়ির পাশে যে ছোক্‌রা বাঁশি অভ্যাস করে, বোধ হয় তাহারি নাম মুকুন্দ ঘোষ।

শ্রীসঙ্গীতপ্রিয়।

আমার এ কি হইল! এ কি বেদনা! নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া "চমকি চমকি উঠি"।

কমলপত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়।

শীতল সমীরণে সমস্ত জগতের তাপ নিবারণ করে, কেবল আমি হতভাগিনী, সখাকে ডাকিয়া বলি "উহু উহু, সখি, দ্বার রোধ করিয়া দাও।"

সখীরা স্নেহভরে দেহ স্পর্শ করিলে চমকিয়া হাত ঠেলিয়া দিই। না জানি কোন্ স্পর্শে আরাম পাইব!

মনোহরা শারদ পূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী—কেবল আমার কষ্ট কেন দ্বিগুণ বাড়াইয়া তোলে!

আমার ন্যায় আর কোন হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন,—

> "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
> ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং।"

অন্যত্র লিখিয়াছেন "নিশি নিশি রুজমুপযাতি।" আমারও সেই দশা। রাত্রেই বাড়িয়া উঠে।

আমার এ কি হইল?

উত্তর।

তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পূবে হাওয়া বহিলে যে দ্বাররোধ করিয়া দাও সেটা ভালই কর। পরীক্ষাস্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে। পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ঐ এক লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ, বাত, পয়ার এবং জোয়ার ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রাধিকার ন্যায় রাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাধিকার সময় ভাল ডাক্তার ছিল না তোমার সময়ে ডাক্তারের অভাব নাই। অতএব আমার ঠিকানা সম্পাদকের নিকট জানিয়া লইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে।

নূতন উত্তীর্ণ ডাক্তার।

১২৯৮।

পয়সার লাঞ্ছনা।

আমাদের আপিসের সাহেব বলে, বাঙালীর বেশি বেতনের আবশ্যক নাই। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে ভদ্র বাঙালীর ছেলের পক্ষে মাসক পঁচিশ টাকা খুব উচ্চ বেতন। আমাদের অবস্থা এবং আমাদের দেশের সম্বন্ধে সাহেবরা যখন একটা মত স্থির করে তখন তাহার উপর আমাদের কোন কথা বলা প্রগল্‌ভতা। কেবল সাহেবের প্রতি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূচক বিশেষণ প্রয়োগপূর্ব্বক মনের ক্ষোভে আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি করি—সাহেব সবই ত জানেন।

শোনা যায় জগতে হরণ-পূরণের একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মের অর্থ এই—যাহার একটার অভাব তাহার আর একটার বাহুল্য প্রায়ই থাকে। আপিসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন বেতন অল্প, তেমনি খাটুনি এবং লাঞ্ছনা অধিক এবং সাহেবের ঠিক তাহার বিপরীত।

কিন্তু জগতের এ নিয়ম কোন কোন জগদ্বাসীর পক্ষে যেমনই আনন্দজনক হোক আমাদের পক্ষে ঠিক তেমন সুবিধার বোধ হয় নাই। কেবল অগত্যা সহিয়া ছিলাম, কিন্তু যেদিন আমাদের উপরে একটা কর্ম্ম খালি হইল, এবং বাহির হইতে একটা কাঁচা ইংরাজের ছেলেকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রোমোশন্‌ বন্ধ করা হইল, সেদিন আমাদের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। ইচ্ছা হইল তখনি কাজ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই, একটা মিউটিনী করি, ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই, পার্লামেণ্টে একটা দরখাস্ত করি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ কাগজে একটা বেনামী পত্র লিখি। কিন্তু তাহার কোনটা না করিয়া বাড়িতে চলিয়া গিয়া সে দিন আর জলখাবার খাইলাম না, খোকার সর্দ্দি হইয়াছে

বলিয়া স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিলাম, স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল, আমি সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হায়রে পয়সা তোর জন্য এত অপমান!

স্ত্রী অভিমান করিয়া আমার কাছে আসিলেন না, কিন্তু নিঃশব্দ চরণে নিদ্রাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কখন্ দেখিতে পাইলাম—আমি একটি পয়সা। কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইল না। কবে কোন্ সনাতন টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছি যেন মনেও নাই। এই পর্য্যন্ত অবগত আছি যে, ব্রহ্মার পা হইতে যেমন শূদ্রের উৎপত্তি, সেইরূপ টাঁকশালের অত্যন্ত নিম্নবিভাগেই আমাদের জন্ম।

সেদিন শিকি দু-আনীর একটা মহতী সভা বসিবে কাগজে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন পড়া গিয়াছিল। হাতে কাজ ছিল না, কৌতূহলবশতঃ গড়াইয়া গড়াইয়া সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং দেয়ালের কাছে একটা কোণে আশ্রয় লইলাম।

সুকুমারী সহধর্ম্মিণী দু-আনীকে সযত্নে বামপার্শ্বে লইয়া শুভ্রকায় চার-আনীগুলি দলে দলে আসিয়া সভাগৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা বাস করে কেহ বা কোটের পকেটে, কেহ বা চামড়ার থলিতে, কেহ বা টিনের বাক্সে। কেহ কেহ বা অদৃষ্টগতিকে আমাদের প্রতিবেশীরূপে আমাদের পাড়ায় ট্যাঁকের মধ্যেও বদ্ধ হইয়া দিনযাপন করে।

সেদিনকার আলোচনার বিষয়টা এই যে, "আমরা পয়সার সহিত সর্ব্বতোভাবে পৃথক হইতে চাহি, কারণ, উহারা বড়ই হীন।" দু-আনীরা সুতীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কহিল "এবং উহারা তাম্রবর্ণ ও উহাদের গন্ধ ভাল নহে।" আমার পাশে একটি দু-আনী ছিল, সে ঈষৎ বাঁকিয়া বসিয়া নাসাগ্র কুঞ্চিত করিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী চার-আনী আমার দিকে কটমট্ করিয়া তাকাইল, আমি ত একেবারে সঙ্কোচে শিকি পয়সা হইয়া গেলাম। মনে মনে কহিলাম, আমাদেরই ত আটটা ষোলটা হজম করিয়া তোমাদের

আজ এত মূল্য, সে জন্য কি কিছু কৃতজ্ঞতা নাই ? মাটির নীচে ত উভয়ের সমান পদবী ছিল !

সেদিন প্রস্তাব হইল গৌরমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রার জন্য স্বতন্ত্র টাঁকশাল স্থাপিত হউক্। যদিও এক মহারাণীর ছাপ উভয়ের উপর মারা হইয়াছে, তাই বলিয়া কোনরূপ সাম্য আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমরা এক ট্যাঁক, এক থলি, এক বাক্সে বাস করিব না; এমন কি, শিকি দু-আনী ভাঙাইয়া পয়সা করা ও পয়সা ভাঙাইয়া শিকি দু-আনী করা এরূপ অপমানজনক আইনও আমরা পরিবর্ত্তন করিতে চাহি। সাম্যবাদের গৌরব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। গিনি মোহরের সহিত শিকি দু-আনী এক সাম্যসীমার অন্তর্গত, কিন্তু তাই বলিয়া শিকি দু-আনীর সহিত পয়সা !

সকলেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "কখনই নহে, কখনই নহে !" দু-আনীর তীব্র কণ্ঠস্বর সর্ব্বোচ্চে শুনা গেল। যে খনিতে আমার আদিম উৎপত্তি সেই খনির মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় আমি বসুমতীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিলাম, বসুমতী সে অনুরোধ পালন করিল না—দেয়াল ঘেঁষিয়া রক্তবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় এক ঝক্‌ঝকে নূতন আট-আনী গড়াইয়া এই শিকি-দু-আনীর সভার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিলাম সকলকে ছাড়াইয়া উঠিল। সতেজে বক্তৃতা দিতে লাগিল, ঝন্‌ঝন্ শব্দে চারিদিকে করতালি পড়িল।

কিন্তু আমি ঠাহর করিয়া শুনিলাম, বক্তৃতাটা যেমন হোক্ আওয়াজটা ঠিক রূপালি ছাঁদের নহে। মনে বড় সন্দেহ হইল। সভা যখন ভঙ্গ হইল, ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া বহুসাহসপূর্ব্বক তাহার গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম—ঠন্ করিয়া আওয়াজ হইল, সে আওয়াজটা অত্যন্ত দিশি, এবং গন্ধটাও দেখিলাম, আমাদের স্বজাতীয়ের মত। মহা রাগিয়া উঠিয়া সে

কহিল "তুমি কোথাকার অসভ্য হে!" আমি কহিলাম "বৎস, তুমিও যেখানকার আমিও সেখানকার!"—ছোঁড়াটা আমাদেরই নিম্নতন কুটুম্ব—আধপয়সা। কোথা হইতে পারা মাখিয়া আসিয়াছে।

তাহার রকম-সকম দেখিয়া হা হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

হাসির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, স্ত্রী পাশে শুইয়া কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইলাম। ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম—বড় ধরা পড়িয়াছে! কিন্তু মনে করিতেছি আমিও কাল হইতে পারা মাখিয়া আপিসে যাইব!

আমার স্ত্রী কহিল, তাহার অপেক্ষা পারা খাইয়া মরা ভাল!

১৩০০

কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প।

একদা কয়েকজন কাঠুরিয়া এক পার্ব্বত্য সরল বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে মনোযোগী হইয়াছিল। শ্রম লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর পরামর্শ পূর্ব্বক তাহারা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। যে শাখা ছেদনের আবশ্যক, কয়েকজনে মিলিয়া তাহারই উপর চড়িয়া বসিল এবং নিভৃতে বসিয়া সতর্কতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল।

যথা সময়ে শাখা ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং কাঠুরিয়া কয়েকটিও তৎসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কাঠুরিয়ার সর্দ্দার এই সংবাদ শ্রবণে অধীর হইয়া সেই তরু সমীপে উপস্থিত হইল এবং কুঠার আস্ফালন করিয়া কহিল, "তুমি যে অপরাধ করিয়াছ আমি তাহার বিচার করিতে চাহি।"

বনস্পতি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "হে জনপুঙ্গব! আমার

স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া আমারই শাখাচ্ছেদন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহার বিচার করিবে ?"

মানব আরক্তলোচনে কহিল, "আমার কয়েকজন কাঠুরিয়া যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহার জন্য কেহই দণ্ড পাইবে না, এ কখনও হইতে পারে না।"

বনস্পতি ভীত হইয়া কম্পিত মর্ম্মর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাঁহারা সুবুদ্ধি সহকারে মানব চাতুরী অবলম্বন করিয়া যেরূপ কাণ্ড করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্য কার্য্যনৈপুণ্য বশতঃ অবিলম্বেই তাহার ফললাভ করিয়াছেন ;—আমি মূঢ় বৃক্ষ, তাহার প্রতিবিধান করি এমন সাধ্য ছিল না।"

মানব কহিল "কিন্তু তোমারই শাখা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

বনস্পতি কহিল "সে কথা যথার্থ, কারণ আমারই শাখায় তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, এবং প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্য্য।"

মানব সুযুক্তি সহকারে কহিল "অতএব তোমাকেই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে বলিতে থাক আমি এক্ষণে কুঠারে শাণ দিতে চলিলাম।"

তাৎপর্য্য।—অনবধান বশতঃ যদি হুঁচট খাইয়া থাক, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড় পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার।

১২৯৮।

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

মীটিংয়ে প্রায় সকল দেবতাই একযোগে স্ব স্ব কর্ম্মে রিজাইন্ দিতে উদ্যত হইলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা বৈদিক ভাষায় উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত সংযোগ-পূর্ব্বক কহিলেন; ভো ভো দেবগণ শৃণ্বন্তু!

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি ত এই বিশ্ব সৃষ্টি এবং বেদরচনা সমাপ্ত করিয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পেন্‌সন্ লইয়াছি। এমন কি, আমার কাছে আর কোন প্রত্যাশা নাই বলিয়া সকলে আমার পূজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। এবং আমার প্রথম বয়সের বিশ্ব এবং বেদ নামক দুটো রচনা লইয়া লোকে নির্ভয়ে স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ এবং সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলে রচনা মন্দ হয় নাই কিন্তু আরও ঢের ভাল হইতে পারিত, কেহ বলে আমাদের হাতে যদি প্রুফ সংশোধনের ভার থাকিত তাহা হইলে ছত্রে ছত্রে এত মুদ্রাকর প্রমাদ থাকিত না। আমি চুপ করিয়া থাকি, মনে মনে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলি, "বাবা, ঐ আমার প্রথম রচনা। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক পাকা হইয়াছ, কিন্তু তখন যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না; একেবারে সমস্তই মন হইতে গড়িতে হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তোমরা যদি একটু মনোযোগ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে তাহা হইলে সমালোচনা শুনিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিতাম, একটা মস্ত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড্' পাওয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা বড়ই বিলম্বে জন্মিয়াছ। যাহা হউক, যখন দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইবে তখন তোমাদের কথা স্মরণ রাখিব।"

আবার কেহ কেহ, রচনা দুটো যে আমার তাহা একেবারে অস্বীকার করে। হয় ত অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিত ওটা তাহাদেরই নিজের,

কিন্তু তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার খর্ব্বতা স্বীকার করা হয় বলিয়া ক্ষান্ত আছে। হরি হরি, এই দীর্ঘ জীবনে ঐ দুটো বই আর কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই ইহাতেই এত কথা শুনিতে হইল!

যাহা হউক্ এ ত গেল আমার আক্ষেপের কথা। কিন্তু তোমরা কি মনোদুঃখে, মর্ত্ত্যলোকের প্রতি কি অভিমানে তোমাদের বহুকালের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?

তখন দেবতারা কেহ বা বৈদিক, কেহ বা পৌরাণিক ভাষায়, কেহ বা ত্রিষ্টুভ্ কেহ বা অনুষ্টুভ্ ছন্দে, দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ, অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব এবং তিন সয়ের উচ্চারণ রক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভগবন্, সায়ান্স্ নামক একটা দানব অত্যন্ত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। ইহার নিকটে বৃত্র প্রভৃতি প্রাচীন অসুরদিগকে গণ্যই করি না!"

বৃদ্ধ পিতামহ মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, কোন মতে মানে মানে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ এখন তাহাকে গণ্য না করিলেও চলে, কিন্তু তখন যে নাকালটা হইয়াছিলে সে বেশ মনে আছে!—কিন্তু সে কথা আর উত্থাপন না করিয়া গম্ভীরভাবে চারিটি মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "অবশ্য অবশ্য!"

সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, আর্য্য, শত্রুটাকে তত ডরাই না, কিন্তু মিত্রদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়াছি। এতদিন আমরা ছিলাম মানুষের হৃদয়লোকে বিশ্বাসের স্বর্গধামে; এখন তাহারা সায়ান্সের সহিত গোপন সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক সেখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমাদিগকে মাথার খুলির এক কোণে অত্যন্ত শুষ্ক সঙ্কীর্ণ জায়গায় একটুখানি স্থান দিতে চায়। সেখানে একফোঁটা বিশ্বাসের অমৃত নাই। বলে, "দেখ, তোমাদের কত গৌরব বাড়িল! ছিলে অজ্ঞানান্ধ হৃদয়গহ্বরে, এখন উঠিলে মস্তিষ্কঘৃতজ্বালিত জ্ঞানালোকিত মস্তকচূড়ায়! ভাগ্যে আমরা কয়জনা বুদ্ধিমান ছিলাম, নতুবা স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও তোমাদের স্থান হইত না!

আমরা সকলের কাছে প্রমাণ করিয়াছি যে, তোমরা আর কোথাও যদি না থাক, নিদেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে আছ—প্রতিবাদ করিয়া সেখান হইতে তোমাদিগকে বিচলিত করে এমন বুদ্ধিমান এখনও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। বিষ্ণুর মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারগুলিকে আমরা এভোল্যুশন্ থিওরি বলিয়া প্রচার করিয়াছি! দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমরা এত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি!”

ভগবন্, যথার্থ আন্তরিক ভক্তি কখনই নিজের দেবতাকে লইয়া এরূপ ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করে না। দেব চতুরানন, এতকাল দেবতা ছিলাম, কেবল মাঝে মাঝে দৈত্যদের উপদ্রবে স্বর্গছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কেহ এভোল্যুশন্ থিওরি করিয়া দেয় নাই। প্রভু, তুমি যদি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাক তুমি জান আমরা কি, কিন্তু আজকাল তোমার অপেক্ষা যাহারা কিঞ্চিৎ বেশি শিখিয়াছে তাহাদের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর! বড় আশা দিয়াছিলে তোমার দেবতারা অমর, কিন্তু এইভাবে যদি কিছুদিন চলে, আমাদের মানববন্ধুরা যদি সাংঘাতিক স্নেহভরে আরো কিছুকাল আমাদের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তবে সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

বৃহস্পতির মুখে এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা আর উত্তর করিতে পারিলেন না, চারিটি শুভ্র মস্তক নত করিয়া চিন্তিত-ভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন দেবতাগণ স্বস্ব পদ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিলেন। বিজ্ঞ দেবতা প্রজাপতি এবং বালক দেবতা কন্দর্প সুরসভায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, সকলেই জানেন, বিবাহ-ডিপার্টমেণ্টে বহুকাল আমাদের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব ছিল; সেজন্য আমাদের কোনরূপ নিয়মিত নৈবেদ্য অথবা উপ্‌রি পাওনা ছিল না বটে, কিন্তু কৌতুক যথেষ্ট ছিল। সম্প্রতি টাকা নামক একটা চক্রমুখো হঠাৎদেবতা টঙ্কশালা হইতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রাকারে আবির্ভূত

হইয়া একপ্রকার গায়েব জোরে আমাদের সে কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব উক্ত ডিপার্ট্‌মেণ্ট হইতে আমাদের নাম কাটিয়া আজ হইতে সেই প্রবল শক্তি নূতন দেবতার নাম বাহাল হউক্!

সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

তখন যম উঠিয়া কহিলেন, এতকাল আমিই নরলোকের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ ছিলাম, কিন্তু এখন সেখানে আমা অপেক্ষা ভয় করে এমন সকল প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব, পুলিস্ দারোগাকে আমার যমদণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আমি অদ্য হইতে কাজে ইস্তফা দিতে চাই।

অধিকাংশ দেবতার মতে যমরাজের প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত না হইলেও ব্যাপারটা গুরুতর বিধায় আগামী মীটিংয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আপাততঃ স্থগিত রহিল।

কার্ত্তিকেয় উঠিয়া কহিলেন, গুরুদেবের বক্তৃতার পর আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না। আমি দেবসেনাপতি। কিন্তু দেবগণকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব, হয় আমার পোষ্ট্ এবলিশ্ করিয়া এষ্টাব্লিশ্‌মেণ্ট্ কমানো হৌক্, নয় কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপর স্বর্গরক্ষাকার্য্যের ভার দেওয়া হৌক্। এমন কি, আমার বহুকালের ময়ূরটিও আমি বিনামূল্যে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার পেখম ছড়াইলে তাঁহাদের অনেকটা বিজ্ঞাপনের কাজ হইবে!

দেবতাদের সম্মতিক্রমে সেনাপতির পোষ্ট্ এবলিশ্ হইল, এখন হইতে ময়ূরের খোরাকী তাঁহার নিজের তহবিল হইতে পড়িবে।

বরুণ উঠিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া কহিলেন—নরলোকে আমার কি আর কোন আবশ্যক আছে? খোলাভাঁটিবাহিনী বারুণী আমাকে উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এই বেলা মানে মানে সময় থাকিতে সরিতে ইচ্ছা করি।

দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই। কারণ, এখনো সময়ে সময়ে বারুণীর প্রাথর্য্য নিবারণের জন্য দুর্ব্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

তখন ধর্ম্ম বলিলেন, লোকাচারকে আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সে ত আমার সঙ্গে পরামর্শমাত্র না করিয়া আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করে, তবে সেই ছোঁড়াটাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম। বায়ু কহিলেন, পৃথিবীতে এখন উনপঞ্চাশ দিকে উনপঞ্চাশ বায়ু বহিতেছে, চাই কি, এখন আমি অবসর লইতে পারি। আদিত্য কহিলেন, মানবসমাজে বিস্তর খদ্যোত উঠিয়াছে, তাহারা মনে করিতেছে, সূর্য্য না হইলেও আমরা একলা কাজ চালাইতে পারি, জগৎ আলোকিত করিবার ভার তাহাদের উপর দিয়া আমি অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি। ভগবান চন্দ্রমা শুক্লপ্রতিপদের কৃশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, নরলোকে কবিরা তাঁহাদের প্রেয়সীর পদনখরকে আমা অপেক্ষা দশগুণ প্রাধান্য দিয়া থাকেন, অতএব, যে পর্য্যন্ত কবিরমণীমহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি অন্তঃপুরে যাপন করিতে চাই। এমন কি, ভোলানাথ শিব অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন, আমা অপেক্ষা বেশি গাঁজা টানে পৃথিবীতে এমন লোকের ত অভাব নাই, সেই সমস্ত সংস্কারকদিগের উপর আমার প্রলয়কার্য্যের ভার দিয়া আমি অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। এমন কি, আমি নিশ্চয় জানি, আমার ভূত-গুলারও কোন আবশ্যক হইবে না!

সর্ব্বশেষে যখন শুভ্রবসনা অমলকমলাসনা সরস্বতী উঠিয়া বীণানিন্দিত মধুরস্বরে দেবসমাজে তাঁহার নিবেদন আরম্ভ করিলেন, তখন দেবগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহেন্দ্রের সহস্র চক্ষের পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

দেবী কহিলেন, অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যে বালকদিগকে শিক্ষাদানের ভার এতদিন আমার উপর ছিল, কিন্তু সে কার্য্য আমি কিছুতেই চালাইতে পারিব না। আমি রমণী, আমার মাতৃহৃদয়ে শিশুদিগের প্রতি কিছু দয়ামায়া আছে—তাহাদের পাঠের জন্য আজকাল যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়, সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙিয়া পড়ে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য একজন বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি অর্পিত হইলেই ভাল হয়। অতএব সুরসভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের প্রতি উক্ত ভার দেওয়া হউক্।

যমরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, আমার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, ইস্কুলের মাষ্টার এবং ইন্‌স্পেক্টর আছে।

শিশুশিক্ষা বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য, এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোন মতভেদ রহিল না।

বিনিপয়সায় ভোজ।

আপিসের বেশে অক্ষয় বাবু।

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনামাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান আর লম্বা চওড়া কথা কন! মশায়, আজ বছর খানেক ধরে' রোজ বলে আজ খাওয়াব কাল খাওয়াব, খাওয়াবার নাম নেই! যতখানি আশা দিয়েছে তার শিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা' হ'লে এত দিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হতে পারত। যা হোক আজ ত বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে' আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না

ত? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে কি তোর নাম, ভূতো, না মোধো, না হরে?৹

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাপু তাই সই! তা ভাল চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন্ আসবে বল দেখি?

কি বল্লি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আন্‌তে গেছেন? বলিস্ কিরে? আজ তবে ত রীতিমত খানা! ক্ষিদেটিও দিব্যি জমে' এসেচে! মটনচপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে' হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মত চক্‌চকে করে' রেখে দেব। একটা মুর্গির কারি অবিশ্যি থাক্‌বে—কিন্তু কতক্ষণই বা থাক্‌বে? আর দুরকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা' হলে চেঁচেপুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব! যদি মনে করে' ডজনদুত্তিন অয়ষ্টার প্যাটি আনে তা' হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়! আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচ্‌চে, বোধ হয় অয়ষ্টার প্যাটি আস্‌বে! ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বল দেখি?

অনেকক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ একছিলিম তামাক দাও না! অনেকক্ষণ ধরে' বলচি কিন্তু তোমার কোন গা দেখ্‌চিনে!—

তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে' রেখে গেছেন? এমন ত কখন শুনিনি! এ ত কোম্পানির কাগজ নয়! কি করা যায়! আমি একটু-আধটু আফিম খাই তামাক না হলে ত আর বাঁচিনে! ওহে মোধো, না না চন্দ্রকান্ত, কোন মতে মালিদের কাছ থেকে হোক্ যেখান থেকে হোক্ এক ছিলিম যোগাড় করে' দিতে পার না?

বাজার থেকে কিনে আন্‌তে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু তাই সই! এই নাও, এক পয়সার তামাক চট্ করে' কিনে নিয়ে এস।

এক পয়সায় তামাক হবে না? কেন হবে না? বাপু আমাকে

কি মুচিখোলার নবাব বলে' হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েচে? ষোলো টাকা ভরির অম্বুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টেসৃষ্টে চলে' যায়—এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো কল্‌কেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে গেছেন না কি? বাঙাল ব্যাঙ্কে সেফ্ ডিপজিট্ করে আসেন্‌নি কেন? ওরে বাস্‌রে! এ ত ভাল জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখচি! তা' নাও, এই ছ'টি পয়সা ট্র্যামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ আদায় করে' নিতে হবে!—এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা' হলে এঁর ভদ্রাসন বাড়ী কি রকম হবে না জানি! কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই ত একখানি ভাঙা চৌকি আস্‌বাবের মধ্যে! এ আমার ভর সইবে না! সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল—আর ত পারিনে—এই মাটিতেই বসা যাক্!

(কোঁচা দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন্ গুন্ স্বরে গান)

যদি জোটে রোজ
এম্‌নি বিনি পয়সায় ভোজ!
ডিশের পরে ডিশ্
(শুধু) মটন্ কারি ফিশ্,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দুচার রয়াল ডোজ!
পরের তহবীল্
চোকায় উইল্‌সনের বিল্;
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!—

কইরে! তামাক এল? ও কিরে! শুধু কল্‌কে? হুঁকো কই? এখানে ছ পয়সায় হুকো পাওয়া যায় না? কল্‌কেটার দাম দু আনা!

হা হা বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই! শরীরটা যেমন মোটা বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম! তোমার বাবু যে, হুঁকোটা কল্‌কেটা তামাকটা পর্য্যন্ত আয়রণ্-চেষ্টে তুলে রেখে দেন এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মত রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েচে। বোধ হয় বেশি দিন বাইরে থাকতেও হবে না! কোম্পানি বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখ্‌বেন! যা হোক্ তামাক না খেয়ে ত আর বাঁচিনে! (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক! এ যে উইল্ করে' টানতে হয়! এর দু'টান টান্‌লে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট্ করে' ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভীর্ম্মি লাগে! কাজ নেই বাপু, থাক্! বাবু আগে আসুন! কিন্তু বাবুর আসবার জন্যে ত কোন রকম তাড়া দেখচিনে! সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে' শেষ করচে! এ দিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্চে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধরে' যাবে! তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে' বসবেন গেলাস্ কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে' রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক্।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পার? বাগান থেকে চট্ করে' একটি ডাব পেড়ে আনতে পার? বড় তেষ্টা পেয়েচে!—

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে ত ডাব বিস্তর দেখে এলুম?

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা হোক্ না বাপু, একটি ডাবও মিল্‌বে না?

পয়সা চাই? পয়সা ত আর নেই! তবে থাক্, বাবু আসুন তার

পরে দেখা যাবে!—সঙ্গে মাইনের টাকা আছে কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির মুল্লুকে যে, এত বড় একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা' আমি জানতুম না!—যাই হোক্ এখন উদয় এলে যে বাঁচি!

ঐ বুঝি আস্‌চে! পায়ের শব্দ শুনচি। আঃ বাঁচা গেল। ওহে উদয়, ওহে উদয়! কই, না ত। তুমি কে হে?—

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই ত ভাল করতেন! ক্ষিদেয় যে মারা গেলুম!

হোটেলের বাবু? কেরাণী বাবু? কই, তাঁর সঙ্গে আমার ত কোন আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েচেন বল্‌তে পার? অয়ষ্টার প্যাটি?

পাঠান্ নি? বিল পাঠিয়েচেন? কৃতার্থ করেচেন আর কি? যে বাবুটির নামে বিল্ তিনি এখানে উপস্থিত নেই!

আরে না রে না! আমি না! এও ত ভাল বিপদে পড়লুম!—আরে মাইরি না! কি গেরো! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি বাপু? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে' আছি—তুমি হোটেল থেকে আস্‌চ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্চে! বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন—ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিল্‌টিও চাইনে!

এ ত ভাল মুস্কিল দেখ্‌চি! ওগো না গো না! আমি উদয় বাবু নই, আমি অক্ষয় বাবু! কি গেরো! আমার নাম আমি জানিনে তুমি জানো! অত গোলে কাজ কি বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো উদয় বাবু এখনি আস্‌বেন।

বিধাতা সকাল বেলায় এই জন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত?

"সখি, কি মোর করম ভেল!
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল!"

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা আর একজন পেলে বিষ, হোটেলমন্থনেও কি একজন পাবে মজা আর একজন পাবে তার বিল্! বিলটাও ত কমদিনের নয় দেখ্‌চি!

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ! কিন্তু তিনি কি মনে করেচেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে? তোমার বাবু ত বড় ভদ্রলোক দেখচি হে?

কি বল্লে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয় বাবু কাপড় কিন্‌বেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে! তোমারও ত বিবেচনাশক্তি বেশ দেখ্‌চি!

সত্যি না কি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয় বাবু? কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেচি? আমার অক্ষয় বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না?

নাম বদ্‌লেছি? আচ্ছা বাপু শরীরটি ত বদ্‌লানো সহজ ব্যাপার নয়? উদয় বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে বল দেখি?

উদয় বাবু'ক কখনো চাক্ষুষ দেখনি?—আচ্ছা একটু সবুর কর তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন বলে!

আরে মোলো! আবার কে আসে? মশায়ের কোত্থেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির? ভাড়াটা কত হিসেবে?

মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়?

ঠাট্টা করচিনে মশায়—মনের সে রকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়! এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সে জন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় ত ন্যায্য হিসেব করে' নিন্! তামাকটা পর্য্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি!

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি—আপনার ঈষৎ ভুল হয়েচে—আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এ রকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড় একটা কিছু আসে যায় না কিন্তু বাড়ি ভাড়া আদায়ের সময় বাপ মায়ে যার যে নাম দিয়েচেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়!

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলচেন? মাপ করবেন, ঐটি পারব না! সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে' পেটের জ্বালায় মরচি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্চেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দ্দভ ঠাওরাবেন না! আপনি ঐখানেই বসুন, যা যা বল্‌বার অভিপ্রায় আছে বলে যান্, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব!

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর ত বাঁচিনে! ক্ষিধের নাড়িগুলো বেবাক্ হজম হয়ে গেল! ঐ যে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগরসেঁচা সাত রাজার ধন মাণিক, একবার উদয় হও হে! আর ত প্রাণ বাঁচে না!

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে ত ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও! দোহাব্‌কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন!

হরি বাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন? শুনে বড় সন্তোষ লাভ করলুম! তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন সন্দেহ নেই কিন্তু আমার পরম-বন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন তাঁদের কোন দেখা সাক্ষাৎ

নেই আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোন কালে কোন পরিচয় নেই, তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করচেন এর কারণ কি? আচ্ছা মশায় হরি বাবু নামক কোন একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন, এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লেন বল্‌তে পারেন কি?

কি! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্চিনে?—দেখ, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল কিন্তু আপাততঃ একটি বল্লেই যথেষ্ট হবে—আমি কারো কাছে থেকে কোন গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা' বল্‌বার ছিল সে আজকের মত মাপ করবেন—গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরচি! আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন সমস্ত সমাচার অবগত হবেন! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইষ্টুপিড্‌—ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্চে—ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার!

আরে না মশায়—আপনাদের সম্ভাষণ করচিনে! আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাক্‌চি। আপনারা বসুন্‌!

আর বস্‌তে পারচেন্‌ না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে কথা আর আমাকে বল্‌তে হবে না! দেরি হয়েচে সন্দেহ নেই! তা' হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে' রাখতে চাইনে! তবে আজকের মত আপনারা আসুন! আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল!

কিন্তু এখন যে কথাগুলো বল্‌চেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বল্‌চেন! খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালবেসে শ্যালক সম্ভাষণ কর্ত্তে হঠাৎ

কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করচেন সে জন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জাবোধ করচি! জান্‌বেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোন রকম অসদ্ভাব নেই কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করচেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম!

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দুবেলা নিয়মিত আহার করে' থাকেন, ক্ষিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কি রকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘেঁটাতে সাহস করচেন!

আবার! ফের! দেখ বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না! শরীরটা দেখেই বুঝ্‌তে পারচ না! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে' বসি! আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি! দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা! কিছুতেই রাগাতে পারবে না! এই দেখ আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌লুম। ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে! খালিপেটে ক্ষিদের উপর মারটা সয় না দেখচি! আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোস! তোমাদের কার কত পাওনা আছে বল। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে' একপেট ক্ষিদে সুদ্ধ দৌড় মারতে হত! আপাততঃ প্রাণটা বাঁচাই তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে' নিলেই হবে!

তোমার পাঁচ টাকা বই পাওনা নয় কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েচ বাপু—এই লও তোমার টাকা!

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্চি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা' হলে স্মরণ রেখো!

তোমার তিনমাসের বাড়িভাড়া পাওনা? একমাসের টাকাটা আজ

দিচ্চি বাকি পরে নিয়ো। তুমি ত ভাই তোমার গালমন্দ আমাকে বোল আনাই চুকিয়ে দিয়েচ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েচে এখন আশীর্ব্বাদ করে' বাড়ি চলে যাও!

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাকৃতেন আর তোমার গয়না তাঁকে দিতুম তা' হলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত; আর যখন তিনি বর্ত্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিইনি তখন ফিরিয়ে আনা আরো কত কঠিন তা' একটুখানি ভেবে দেখ্‌লে তুমিও হয় ত বুঝ্‌তে পারবে। তব যদি পীড়াপীড় কর তা' হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর একটু না দেখে যেতে পারচিনে!—উঃ! আর ত পারিনে! চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদরের ত কোন সম্পর্ক নেই, এখন তুমি সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি! চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই যে এসেছ! চন্দ্র, তুমি ত তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে' বল দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন?

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে। যা' হোক্ বড্ড ক্ষিধে পেয়েচে এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট্ করে' কিছু খাবার কিনে আন তা' হলে প্রাণ রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবী করে' বেড়ায় অথচ কাজকর্ম্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কি করে! এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারচি! কিন্তু প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম করে', এতগুলি বিল্ ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা ত কম কাণ্ড নয়! এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে!

কি হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে? আর কিচ্ছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেচে?

না ? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও ! (**আহার**)

ওহে চন্দ্র, কি বল্‌ব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা বলে' বোধ হচ্চে ! অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েচি কিন্তু এমন সুখ পাইনি ! চন্দ্র ! তুমিই সুধাকর বটে কিন্তু আজকে কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল ! ডাবও একটা এনেচ দেখ্‌চি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে না কি ?

হবে না ? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্চে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও ত আস্তে আস্তে বিদায় হই !

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না ? তবে ত বড় বিপদে ফেল্লে ? আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড়ক্রোশ রাস্তা হাঁট্‌তে পারবো না ; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম। কি করব ! বেরিয়ে পড়া যাক্ !

কি সর্ব্বনাশ ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে ! চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেচ এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না ? সে জন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারিনে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে ! যা' হোক্ আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক্। বাপু, যে রকম অবস্থা দেখ্‌চ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে—আগে থাক্‌তে বলে' রাখ্‌লুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে ? তোমাদের কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর ক্ষিদে থাক্‌বে না ! আরও কি চাও ?

ও ! বক্‌শিশ্ ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল ! যখন এতই করলেম

তখন সর্ব্বশেষে ঐ খুঁৎটুকু আর রাখ্‌ব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো আনা আমি গাড়ি ভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচ্‌রো যদি কিছু থাকে তা' হলে ভাঙিয়ে—

খুচ্‌রো নেই? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই লও বাপু! তোমাদের বাড়ি থেকে বেরলুম একেবারে "গজভুক্ত কপিত্থবৎ!"

কিন্তু এই যে টাকাগুলি দিলুম উদরের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কি উপায় করা যায়? একটা দামি জিনিষ যদি কিছু পাওয়া যায় ত আটক করে' রাখি! দামী জিনিষের মধ্যে ত দেখ্‌চি ঐ চন্দ্রকান্ত! কিন্তু যে রকম দেখ্‌লুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই ত ঠিক হয়েচে! চেনটিও দিব্যি! তা' হলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক্‌!

কি হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?

পুলিশ? পুলিশ আস্‌চে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কি দুষ্কর্ম্ম করেচি? কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেচি, তার যা' শাস্তি যথেষ্ট হয়েচে!

তাই ত সত্যিই দেখ্‌চি! চন্দ্র কোথায় গেল? হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখ্‌চিনে! সবাই পালিয়েচে।

দেখ বাপু গায়ে হাত দিয়ো না! ভাল হবে না! আমি ভদ্রলোক! চোর নই জালিয়াৎ নই।

উঃ কর কি! লাগে যে! বাবা আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

পেয়াদা বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানী নাও! (পকেটে হাত দিয়ে) হায় হায় একটি পয়সা নেই!' দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চল

আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্চি! জেল সৃষ্টি হয়ে পর্য্যন্ত এত বড় চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কি করেচি বল দেখি? জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেচি? পেয়াদা সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্‌ করে' এত বড় অপবাদটা দিলে?

ওকি ও! ওটা ধরে' টেনো না! ও আমার ঘড়ি নয়! শেষ কালে যদি চেন্‌মেন্‌ ছিঁড়ে যায় তা' হলে আবার মুস্কিলে পড়তে হবে।

কি! এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা! সত্যি নাকি! তা' নিয়ে যাও নিয়ে যাও এখনি নিয়ে যাও! কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন? আমি ত সোনার চেন নই! আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ মায়ের কাছে।

তা' নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার ত চল। বাবা, আমাকে সবাই ভালবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েচি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালবাসা কোন মতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।

যদি জোটে রোজ
এম্‌নি বিনি পয়সায় ভোজ!

নূতন অবতার।

প্রথম অঙ্ক।

নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(স্বগত) তুমি রুদ্দুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ! আচ্ছা দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে! ঐ পুকুরে দুবেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি ব্রাহ্মণের

ছেলে! (সমাগত প্রতিবেশীবর্গের প্রতি) তা, তোমরা ত সব শুনেছ দেখচি! সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপ্র্যুপরি উপরি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখ্লুম—মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে' আমার শিয়রের কাছে এসে বল্লেন, ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল তাই তুই রুদ্দুর বক্শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি! রুদ্দুর বক্শি কে তা জানিস্? সত্য যুগে যে ছিল ভগীরথ সেই আজ বক্শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগ্লি পুলের উপর দিয়ে যে দিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের ঐ পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান হয়েছি।—তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ্রে! কি কাণ্ডই করেছি! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কি না গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা! এমন পাপও করে! এখন বুঝ্তে পারচি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই বা আদালতে হলফ্ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলে! এ সমস্তই দেবতার কাণ্ড! তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মত বেরতে লাগ্ল—আমি নিতান্ত মূঢ়মতি পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনও বুঝ্তে পারলুম না—মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকীলে লুটে খেলে! (অশ্রুবিসর্জ্জন। এবং ভক্তি-বিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি সহকারে কলিযুগের ভগীরথ দর্শনে গমন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রুদ্রনারায়ণ বক্শী।

(স্বগত) তাই বটে!—ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল, যে, আমি বড় কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে। আর এও দেখেছি ব্রাহ্মণের ঐ পুষ্করিণীটির

প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল—থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত ও পুকুরটা কোনমতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়ে-ছেলেদের ভারি অসুবিধে হচ্চে! একেবারে সাফ মনেই ছিল না, যে, আমি ভগীরথ, আর মা গঙ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি! উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমা গুলো তার কাছে লাগে কোথায়!

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে) তা কি আর আমি জানতেম না? কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি—কি জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ত কারো ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।—কে গো তুমি? পায়ের ধূলো? তা এই নাও! (পদ প্রসারণ) তুমি কি চাওগা? পদোদক? এস, এস! নিয়ে এস তোমার বাটি—এই নাও—খেয়ে ফেল! ভোরবেলা থেকে পদোদক দিতে দিতে আমার সর্দ্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।—বাছা, তোমরা সব এস কিছু ভয় নেই! এতদিন আমাকে চিন্‌তে পার নি সে ত আর তোমাদের দোষ নয়! আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না; যেমন চল্‌চে এম্‌নিই চল্‌বে—তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্দুর বক্‌শি বলেই জান্‌বে! (ঈষৎ হাস্য) কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে' দিলেন তখন আর লুকোতে পারলুম না। কথাটা সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে! ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখ না হিন্দুপ্রকাশে কি লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট্ করে' সেই কাগজখানা নিয়ে আয়ত! এই দেখ—"কলি-যুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী"—লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পর্শুদিনকার বঙ্গতোষিনীখানা আন্ দেখি তাতেও বড় বড় দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কি! খুঁজে পাচ্চিস্ নে? হারিয়েছিস্ বুঝি? হারায় যদি ত তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখ্‌ব না তা

জানিস্! সে দিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে' দিলুম আলমারীর ভিতর তুলে রেখে দিস্! পাজি বেটা নচ্ছার বেটা! হারামজাদা বেটা! কোথায় আমার কাগজ হারালি, বের করে' দে! দে বের করে'! যেখান থেকে পাস্ নিয়ে আয় নইলে তোকে পুঁতে ফেল্‌ব বেটা!—ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশ্‌বাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে' শুনিয়ে দাও ত, আমার আবার বাংলা পড়াটা ভাল অভ্যেস নেই।—কে গা? মতি গয়লানী বুঝি? তা এস এস—আমি পায়ের ধুলো দিচ্চি—ছুধের দাম নিতে এসেছ?—এখনো শোন নি বুঝি? নন্দ মুখুয্যেকে মা গঙ্গা কি স্বপন দিয়েচেন সে সব খবর রাখ না! বেটি, তুই আমার পুকুরের জল ছুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস্—সে জলের মাহাত্ম্য জানিস্? কেমন? সবার কাছে কথাটা শুন্‌লি ত? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট্ করে' একটা ডুব দিয়ে আয়গে যা!—

এই এখান যাচ্চি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানিনে? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল? তা কি কর্ব্ব বল? লোক জন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধুলোর প্রত্যাশায় এসেছে এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে?
২০ আচ্ছা উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস্—যারা আমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে সব বসিয়ে রাখিস্ আমি এলুম বলে'। খবরদার দেখিস্ যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়! বলিস্ ভগীরথ ঠাকুরের ভোগ হচ্চে। বুঝলি? আমি ছুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম বলে'।

রেধো, তুই যে একেবারে সীধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি? তোর কি মাথা নোয় না নাকি? তোর ত ভারি অহঙ্কার দেখ্‌চি! বেটা তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই! পাজি বেটা তোকে জুতো মেরে বিদায় করে' দেব তা জানিস্! সবাই আমাকে ভক্তি করচে আর তুই বেটা এত বড়

খৃষ্টান্ হয়েছিস্ যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস্ নে! তোর পরকালের ভয় নেই? বেরো আমার বাড়ি থেকে!

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না? যে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ ত? ভুল করচ—ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে' জেনো! বুঝেছ? মনে থাক্‌বে ত? ভগীরথ,—ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাষ্টারের কাছে পড়ে' নিয়ো! এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধূলো দিয়ে দিই!

কই! ভাত কই! আমি আর সবুর করতে পারচিনে—দেশদেশান্তর থেকে সব লোক আস্‌চে! কি গো গিন্নি, এত রাগ কিসের? হয়েছে কি? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জলতোলা সমস্ত বন্ধ হয়েছে? কি করব বল! আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে ত কাউকে বঞ্চিত করতে পারিনে। তা হলে আমি এত তপিস্যে করে' এত কষ্ট করে' গঙ্গা আনলুম কেন? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে—বটে! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জান্‌তেন!—কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—তুই বিশ্বাস করিস্‌নে! জানিস্, তোকে বিয়ে করে' তোর চোদ্দপুরুষকে আমি উদ্ধার করেছি! বাপের বাড়ি যাবে! যাওনা! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আস্‌তে দেব না! সেটা মনে রেখো! ভাত আর আছে ত? নেই? আমি যে তোমাকে বেশি করে' রাঁধতে বলে' দিয়েছিলুম! আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে' যে দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে! যা রেঁধেছ, এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলবে না! রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এস—তোমরা সব চিঁড়ে আন্‌তে দাও—পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো! কি করব বল! দূর থেকে নাম

শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে তাদের ফেরাতে পারব না! কি বল্লে? আমার হাতে পড়ে' তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল? কি বল্‌ব, তুমি মূর্খু মেয়েমানুষ; ঐ কথাটা একবার দেশের ভাল ভাল পণ্ডিতদের কাছে বল দেখি! তারা তখনি মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন একথা কোন শাস্ত্রের সঙ্গেই মিল্‌চে না! তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চল্লুম! (বাহিরে আসিয়া) দেরি হয়ে গেল। বাড়ীর মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধূলো নিয়ে পূজো করে' বেলা করে' দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্ আর কাজ নেই—তারা কি ছাড়ে!—এস, তোমরা একে একে এস—যার যার ধূলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও!—কিহে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা ত যেতে পারচিনে। দর্শন করতে সব লোকজন আস্‌চে। একতরফা ডিক্রি হবে? কি করব বল! আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়। বিপ্‌নে! তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলিনে? এম্‌নি করেই অধঃপাতে যাবে! আয়, এইখানে গড় কর, এই নে, ধূলো নে! যা!

তৃতীয় অঙ্ক।

ওহে মুখুয্যে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রসি দুয়েক তফাতে এলেই ভাল করতেন। তুমি ত দাদা স্বপ্ন দেখেই সারলে, আমাকে, যে, দিনরাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগ্‌তে হচ্চে। এক ত, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ডাবে আর পদ্মের পাতায় পচে' দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে—মাছগুলো মরে' মরে' ভেসে উঠ্‌চে—যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সে দিন মনে হয় যেন নরককুণ্ডুর দক্ষিণের জান্‌লা দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে—সাতজন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার জো হয়।

ছেলেগুলো যে কটা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে; কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তারের ফি দিতে দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হতে হল—তারা সব যমদূত, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখ্‌তে এলে পুরোভিজিট্‌ আদায় করে' ছাড়ে। সেও সহ্য হয়—কিন্তু খিড়কির ধারে ঐ যে দেশবিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে ঐটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে—কাছাকাছি যে সমস্ত বসতি ছিল সে সমস্তই উঠে গেছে—রাত্তিরে যখন হরিবোল্‌ হরিবোল্‌ শব্দ ওঠে, এবং শেয়ালগুলো ডাক্‌তে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী ত বাপের বাড়ি চলে' গেছেন। বাড়িতে চাকরদাসী টিঁক্‌তে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে দুপরে দাঁতকপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রেঁধে দেয় এমন লোক পাইনে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুন্‌লে বুকের মধ্যে দুড়দুড় করতে থাকে—বাড়িতে জনমানব নেই—গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারকব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে! আবার হয়েছে কি—ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়—সে দিন পশ্চিম থেকে দুজন এসেছিল তাদের কথাই বুঝ্‌তে পারিনে। বেটারা ভক্তি করলে বটে কিন্তু আমার থালাবাটিগুলো চুরিও করে গেছে! এখান থেকে উঠে গেলে হয় ত ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌তে সময় পাচ্চিনে—আমার পত্তনী তালুকটার খাজানা বাকী পড়েছে; শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্চে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশি দিন বাঁচ্‌ব না। কি করি বল ত দাদা! রুদ্দুর বক্‌শি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোন ল্যাঠাই ছিল না—ভগীরথ হয়ে কোন দিক্‌ সামলে উঠ্‌তে পারচিনে—আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে।—

আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে—তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল্ আনবার জন্য উকীলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম—উকীল বল্লে তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্য যুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়—স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে শমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে' গেছে;—মতি গয়লানীর সঙ্গে এক-রকম ঠিক হয়েছিল আমি পদোদক দেব আর সে দুধ দেবে—আজ দুদিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে; ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝ্তে পারচি টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধূলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধূলো ঝেড়ে যাবে, ভয়ে কিছু বল্তে পারচিনে। পুকুরটাত গেছেই, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমাব সংসাব চল্‌বে? রাস্তায় বেরলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে, যে, রুদ্দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।—এই ত বিপদে পড়া গেছে! দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখ্তে হচ্চে! দোহাই তোমাব, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড় বড় ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারবেন। আমার ঐ পুকুরের জল যে রকম হয়ে এসেছে আর দুদিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়সুদ্ধ মরে' ভেসে উঠ্‌বে; আমার মত ভগীরথ ঢের মিল্‌বে কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশি দিন টিঁক্‌বে কোন ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে' ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারিনে। তাই

স্থির করেছি পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসৎ করতে হবে!

অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি।

৺গোকুলনাথ দত্ত। ইন্দ্রলোক।

গোকুলনাথ। (স্বগত) আমি দেখ্‌চি স্বর্গটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জায়গা হয়েছে। সে সম্বন্ধে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। অনেক উচ্চে থাকার দরুণ অক্সিজেন্ বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তরুলতাগুলি কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। এদিকে ধূলো নেই, তাতে করে একেবারে রোগের বীজই নষ্ট হয়েচে। কিন্তু এখানে বিদ্যাচর্চ্চার যে রকম অবহেলা দেখ্‌চি তাতে আমি সন্দেহ করি ধুলোয় রোগের বীজ উড়ে বেড়ায় এ সংবাদ এখনো এঁদের কানে এসে পৌঁচেছে কি না! এঁরা সেই যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন এর বেশি আর ইণ্টেলেক্‌চুয়াল মুভ্‌মেণ্ট্ অগ্রসর হল না। পৃথিবী দ্রুতবেগে চল্‌চে কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেম্‌নিই রয়েছে, কন্‌সার্ভেটিভ্ যতদূর হতে হয়!

(বৃহস্পতির প্রতি) আচ্ছা, পণ্ডিত মশায়, ঐ যে সামবেদের গান হচ্চে, আপনারা ত বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শুন্‌চেন, কিন্তু কোন্ সময়ে ওর প্রথম রচনা হয় তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেচেন কি?—কি বল্লেন? স্বর্গে আপনাদের ইতিহাস নেই? আপনাদের সমস্তই নিত্য?—সুখের বিষয়! সুরবালকদের তারিখ মুখস্ত করতে হয় না—কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা ওতে করে কি অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকে না?

ইতিহাস শিক্ষার উপযোগিতা চার প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।—প্রথম, ক—

মনোযোগ দিচ্চেন কি?—(স্বগত) গান শুনতেই মত্ত তার আর মন দেবে কি করে? পৃথিবী ছেড়ে অবধি এঁদের কাউকে যদি একটা কথা শোনাতে পেরে থাকি! শুন্‌চে কি না শুন্‌চে মুখ দেখে কিছু বোঝ্‌বার জো নেই—একটা কথা বল্লে কেউ তার প্রতিবাদও করে না, এবং কারো কথার কোন প্রতিবাদ করলে তার একটা জবাব পাওয়াই যায় না। শুনেছি এইখানেই আমাকে সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনর লক্ষ বৎসর কাটাতে হবে। তা হলেইত গেছি! আত্মহত্যা করে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে সে সুবিধাও নেই—এখানকার সাপ্তাহিক মৃত্যু-তালিকা অন্বেষণ করিতে গিয়ে শুন্‌লুম এখানে মৃত্যু নেই। অশ্বিনীকুমার নামক দুই বৈদ্য যে পদটি পেয়েছেন ওঁদের যদি বাঁধা খোরাক বরাদ্দ না থাক্‌ত তা হলে সমস্ত স্বর্গ ঝেঁটিয়ে এক পয়সা ভিজিট্ জুট্‌ত না। তবে কি করতে যে ওঁরা এখানে আছেন তা আমাদের মানুষের বুদ্ধিতে বুঝতে পারিনে! কাউকে ত খরচের হিসাব দিতে হয় না যার যা খুসি তাই হচ্চে! থাক্‌ত একটা ম্যুনিসিপ্যালিটি, এবং নিয়মমত কাজ হত, তা হলে আমিই ত সর্ব্বাগ্রে ঐ দুইটি হেল্‌থ্ অফিসারের পদ উঠিয়ে দেবার জন্যে লড়তুম। এই যে রোজ্ সভার মধ্যে অমৃত ছড়াছড়ি যাচ্চে, তার একটা হিসেব কোথাও আছে? সে দিন ত শচী ঠাকরুণকে স্পষ্টই মুখের উপর জিজ্ঞাসা করলুম, স্বর্গের সমস্ত ভাঁড়ার ত আপনার জিম্মায় আছে—পাকা খাতায় হোক্ খসড়ায় হোক্ তার কোন একটা হিসাব রাখেন কি—হাতচিঠা, কি, রসিদ, কি, কোন রকমের একটা নিদর্শন রাখা হয়? শচীঠাকরুণ বোধ করি মনে মনে রাগ করলেন—স্বর্গ সৃষ্টি হয়ে অবধি এ রকম প্রশ্ন তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। যা পাব্লিকের জিনিষ তার একটা রীতিমত জবাবদিহি থাকা চাই, সে বোধটা এঁদের কারো

দেখ্‌তে পাইনে। অজস্র আছে বলেই কি অজস্র খরচ করতে হবে? যদি আমাকে বেশি দিন এখানে থাক্‌তেই হয় তা হলে স্বর্গের সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া রিফর্ম্‌ না করে আমি নড়চিনে। আমি দেখ্‌চি, গোড়ায় দরকার অ্যাজিটেশন্‌—ঐ জিনিষটা স্বর্গে একেবারেই নেই—সব দেবতাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। এঁদের এই তেত্রিশকোটিকে একবার রীতিমত বিচলিত করে তুল্‌তে পারলে কিছু কাজ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা দেখেই আমার মনে হয়েছিল এখানে একটি বড় রকমেব দৈনিক কিম্বা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বেশ চালানো যেতে পাবে। আমি যদি সম্পাদক হই, তা হলে আর দুটি উপযুক্ত সাব্‌-এডিটর পেলেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। প্রথমতঃ নারদকে দিয়ে খুব এক চোট্‌ বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়। তার পরে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক চন্দ্রলোক সূর্য্যলোকে গুটিকতক নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত করতে হয়—আহা, এই কাজটি যদি আমি করে যেতে পারি তা হলে স্বর্গেব এ চেহারা আর থাকে না। যাঁবা সব, দেবতাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে স্বর্গে আসেন, প্রতি সংখ্যায় তাঁদের একটি করে সংক্ষেপ মর্ত্তজীবনী বের করতে পাবি তা হলে আমাদের স্বর্গীয় মহাত্মাদের মধ্যে একটা সেন্সেশন্‌ পড়ে যায়!—একবাব ইন্দ্রের কাছে আমার প্রস্তাবগুলো পেড়ে দেখ্‌তে হবে!

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন্‌ মহেন্দ্র, আপনার সঙ্গে আমার গোপনে কিছু—(অপ্সরাগণকে দেখিয়া) ও! আমি জানতুম না এঁরা সব এখানে আছেন—মাপ করবেন—আমি যাচ্ছি!—এ কি, শচীঠাকরুণও যে বসে আছেন! আর ঐ বুড়ো বুড়ো রাজর্ষি দেবর্ষিগুলোই বা এখানে বসে কি দেখ্‌চে? দেখুন্‌ মহেন্দ্র, স্বর্গে স্বায়ত্ত শাসন প্রথা প্রচলিত করেননি বলে এখানকার কাজকর্ম্ম তেমন ভাল রকম করে চল্‌চে না। আপনি যদি কিছুকাল এই সমস্ত নাচ বাজ্‌না বন্ধ করে দিয়ে আমার

সঙ্গে আসেন তা হলে আমি আপনাকে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার কোন কাজেরই বিলি ব্যবস্থা নেই। কার ইচ্ছায় কি করে যে কি হচ্চে কিছুই দস্তস্ফুট করবার জো নেই। কাজ এমনতর পরিষ্কার ভাবে হওয়া উচিত, যে, যন্ত্রের মত চল্‌বে এবং চোখ বুলিয়ে দেখ্‌বা-মাত্রই বোঝা যাবে। আমি সমস্ত নিয়ম নম্বরওয়ারি করে লিখে নিয়ে এসেছি—আপনার সহস্র চক্ষুর মধ্যে একজোড়া চোখও যদি এদিকে ফেরান্ তা হলে—আচ্ছা তবে এখন থাক্, আপনাদের গান বাজ্‌নাগুলো না হয় হয়ে যাক্ তার পরে দেখা যাবে।

(ভরত ঋষির প্রতি) আচ্ছা অধিকারী মশায়, শুনেছি গান বাজনায় আপনি ওস্তাদ, একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। গানের সম্বন্ধে যে কটি প্রধান অঙ্গ আছে অর্থাৎ সপ্ত স্বর, তিনগ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা—কি বল্লেন ? আপনারা এ সমস্ত মানেন না—আপনারা কেবল আনন্দটুকু জানেন ! তাইত দেখ্‌চি—এবং যত দেখ্‌চি তত অবাক্ হয়ে যাচ্চি ! (কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া) ভরতঠাকুর—ঐ যে ভদ্র মহিলাটি—কি ওঁর নাম—রম্ভা ? উপাধি কি বলুন ? উপাধি বুঝচেন না ? এই যেমন রম্ভা চাটুয্যে কি রম্ভা ভট্টাচার্য্য—কিম্বা ক্ষত্রিয় যদি হন ত রম্ভা সিংহ—এখানে আপনাদের ও সব কিছু নেই বুঝি ?—আচ্ছা বেশ কথা—তা শ্রীমতী রম্ভা যে গানটি গাইলেন আপনারা ত তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন—কিন্তু ওর রাগিণীটি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন ? একবার ত দেখ্‌চি ধৈবত লাগ্‌চে আবার দেখি কোমল ধৈবতও লাগে—আবার গোড়ার দিকে—ওঃ, বুঝেছি আপনাদের কেবল ভালই লাগে, কিন্তু ভাল লাগ্‌বার কোন নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো, ভাল না লাগ্‌তে পারে কিন্তু নিয়মটা থাক্‌বেই। আপনাদের স্বর্গে যেটি আবশ্যক সেটি নেই যেটা না হলেও চলে তার অনেক বাহুল্য। সমস্ত সপ্তস্বর্গ খুঁজে কায়ক্লেশে যদি আধখানা নিয়ম পাওয়া যায় ত তখুনি তার হাজারখানা ব্যতিক্রম বেরিয়ে

পড়ে। সকল বিষয়েই তাই দেখ্‌চি। ঐ দেখুন না ষড়ানন বসে আছেন—ওঁর ছটার মধ্যে পাঁচটা মুণ্ডুর কোনই অর্থ পাবার জো নেই। শরীরতত্ত্বের ক খণ্ড যে জানে সেও বলে দিতে পারে একটা স্কন্ধের উপরে ছটা মুণ্ড নিতান্তই বাহুল্য!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ওঁর ছয় মাতার স্তন পান করতে ওঁকে ছটা মুণ্ড ধারণ করতে হয়েছিল? ওটা হল মাইথলজি আমি ফিজিয়লজির কথা বল্‌ছিলুম। ছটা যেন মুণ্ডই ধারণ করলেন—পাকযন্ত্র ত একটার বেশি ছিল না।—এই দেখুন্‌ না, আপনাদের স্বর্গের বন্দোবস্তটা। আপনারা শরীর থেকে ছায়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু সেটা আপনাদেব কি অপরাধ করেছিল? আপনারা স্বর্গের লোক—বল্লে হয়ত বিশ্বাস করেন না, আমি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ ছায়াটাকে কখন পশ্চাতে, কখন সমুখে, কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে সঙ্গে করে নিয়ে কাটিয়েছি, ওটাকে পুষ্‌তে একদিনের জন্যে শিকিপয়সা খরচ কবতে হয়নি এবং অত্যন্ত শ্রান্তির সময়ও বহন করতে এক তিল ভার বোধ করিনি—ওটাকে আপনারা ছেঁটে দিলেন, কিন্তু ছটা মুণ্ড, চারটে হাত, হাজারটা চোখ, এতে খরচও আছে, ভারও আছে—অথচ সেটা সম্বন্ধে একটু ইকনমি করবার দিকে নজর নেই। ছায়ার বেলাই টানাটানি কিন্তু কায়ার বেলা মুক্তহস্ত!—সাধুবাদ দিচ্চেন? দেবতাদের মধ্যে আপনিই তা হলে আমার কথাটা বুঝেছেন! সাধুবাদ আমাকে দিচ্চেন না? শ্রীমতী রম্ভাকে দিচ্চেন? ওঃ! তাহলে আপনি বসুন আমি কার্ত্তিকের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

(কার্ত্তিকের পার্শ্বে বসিয়া) গুহ, আপনি ভাল আছেন ত? আপনাদের এখানকার মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট্‌ সম্বন্ধে আমার দুটো একটা খবর নেবাব আছে। আপনারা কি রকম নিয়মে—আচ্ছা তাহলে এখন থাক্‌ আগে আপনাদের অভিনয়টা হয়ে যাক্‌! কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে নাটকটি অভিনয় হচ্চে এর নাম ত শুন্‌চি, চিত্রলেখার

বিরহ—এর উদ্দেশুটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য দুরকমের হতে পারে এক জ্ঞানশিক্ষা, আর এক নীতিশিক্ষা। কবি, হয়, এই গ্রন্থের মধ্যে কোন একটা জাগতিক নিয়ম আমাদের সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নয় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভাল করলে ভাল হয়, মন্দ করলে মন্দই হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন, বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম অনুসারে পরমাণুপুঞ্জ কি রকম করে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র জগতে পরিণত হল—কিম্বা আমাদের ইচ্ছাশক্তি যে অংশে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মের ফল সেই অংশে বদ্ধ এবং যে অংশে পরবর্ত্তী কর্ম্মকে জন্ম দেয় সেই অংশে মুক্ত এই চিরস্থায়ী বিরোধের সামঞ্জস্য কোন্‌খানে—কাব্যে যখন সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় তখন কাব্যের উদ্দেশুটি হাতে হাতে পাওয়া যায়! চিত্রলেখার বিরহের মধ্যে এর কোন্‌টি আছে? আপনি ত বিগলিতপ্রায় হয়ে এসেছেন; যে রকম দেখ্‌চি দেবলোকে যদি ফিজিয়লজির নিয়ম বলে একটা কিছু থাক্‌ত তাহলে এখনি আপনার দ্বাদশ চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত! যাই হোক্ কার্ত্তিক, এ বড় দুঃখের বিষয় স্বর্গে আপনাদের রাশি রাশি কাব্য নাটকের ছড়াছড়ি যাচ্চে কিন্তু যাতে গবেষণা কিম্বা চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় স্বর্গীয় গ্রন্থকারদের হাত থেকে এমন একটা কিছুই বেরচ্চে না! (ঈষৎ হাস্যসহকারে) দেখ্‌চি "চিত্রলেখার বিরহ" নাটকখানা আপনার বড়ই ভাল লেগে গেছে তাহলে অন্য প্রসঙ্গ থাক্ আপনি ঐটেই দেখুন্!

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পরের মতামত আলোচনার একটা স্থান না থাকাতে বড়ই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা নন্দন কাননের পারিজাত কুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে সেইখানে একটা সভাস্থাপন করি, তার নাম দিই, শতক্রতু ডিবেটিংক্লব। তাতে আপনারও একটা নাম থাক্‌বে আর স্বর্গেরও অনেক উপকার হবে। না, থাক্, মাপ করবেন—আমার অভ্যাস

নেই—আমি অমৃত খাইনে—রাগ যদি না করেন ত বলি ও অভ্যাসটা আপনাদের ত্যাগ করা উচিত—আমি দেখেছি দেবতাদের মধ্যে পান-দোষটা কিছু প্রবল হয়েছে! অবশ্য ওটাকে আপনারা সুরা বলেন না, কিন্তু বল্লে কিছু অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতেও দেখ্‌তুম অনেকে মদকে ওয়াইন্ বলে কিছু সন্তোষলাভ করতেন। সুরেন্দ্র, আপনি শ্রীমতী মেনকাকে এই মাত্র যে সম্বোধনটা করলেন ওটা কি ভাল শুন্‌তে হল? সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দেখেছি বটে ঐ সকল সম্বোধন প্রচলিত ছিল, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন ত জান্‌তে পারবেন, ওগুলো এখন নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে! আমরা কি রকম সম্বোধন কার জান্‌তে চাচ্চেন? আমরা কখন বা মাতৃসম্বোধনও করে থাকি কখনো বা বাছাও বলি—আবার সময়বিশেষে ভালমানুষের মেয়ে বলেও সম্ভাষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কোনটিই আপনি এই সকল মহিলাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না? তা না করুন এটা স্বীকার করতেই হবে আপনারা ওঁদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি উচ্চারণ করে থাকেন, তাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কি বল্লেন? স্বর্গে সুরুচিও নেই কুরুচিও নেই? প্রথমটি যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ করিনে—দ্বিতীয়টি যে আছে তা এখনি প্রমাণ করে দিতে পারি কিন্তু আপনারা ত আমার কোন আলোচনাতেই কর্ণপাত করেন না।

(শচীর নিকট গিয়া) দেখুন শচি আপনার কি মনে হয় না, স্বর্গ-সমাজের ভিতরে যে সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে সেগুলো দূর করবার জন্যে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আপনারা স্বর্গাঙ্গনারাও যদি এ সকল বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করতে থাকেন তাহলে আপনাদের স্বামীদের চরিত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাক্‌বে। ওঁদের সম্বন্ধে যে সকল অপযশের কথা প্রচলিত আছে সে আপনাদের অবিদিত নেই—মধ্যে মধ্যে যদি সভা আহ্বান করে এ সকল বিষয়ে আলোচনা হয়—

আপনারা যদি সাহায্য করেন তা হলে—কোথায় যান্? গৃহকর্ম্ম আছে বুঝি? (শচীকে উঠিতে দেখিয়া সকল দেবতার উত্থান এবং অকালে সভাভঙ্গ)। মহা মুস্কিলে পড়া গেল—কাউকে একটা কথা বল্লে কেউ শোনেও না—বুঝ্‌তেও পারে না। (ইন্দ্রের নিকট গিয়া কাতর স্বরে) ভগবান্ সহস্রলোচন শতক্রতো, আমার সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনর লক্ষ বৎসরের মধ্যে আর কত দিন বাকি আছে?

ইন্দ্র। (কাতর স্বরে) সাড়ে পাঁচকোটি পনরলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয় শ নিরেনব্বই বৎসর।

(গোকুলনাথ এবং তেত্রিশকোটি দেবতার এক সঙ্গে সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পতন)

স্বর্গীয় প্রহসন।

ইন্দ্রসভা।

বৃহস্পতি। হে সৌম্য, তেত্রিশকোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক পূর্ণ হয় নাই? আরও কি নূতন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা মর্ত্ত্যলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হ্রাস করিবার কোন উপায় নাই; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র। হে সুরগুরো, স্বর্গের পথ দুর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধিপতির চেষ্টার ত্রুটি নাই এ কথা সর্ব্বজনবিদিত।

বৃহস্পতি। পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধুনা দেবলোকে

মনসা শীতলা ঘেঁটু নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে ?

ইন্দ্র। দ্বিজোত্তম, আমরা দেবতাগণ ত্রিভুবনের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে কিন্তু সে কেবল ত্রিভুবনের সম্মতিক্রমে। এ কথা গুরুদেবের অগোচর নাই, যে, মর্ত্ত্যলোকেই দেবতাদের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। এক-কালে আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই স্বর্গের প্রধান পদ দিয়াছিলেন এবং তৎকালে স্বরস্বতী দৃষদ্বতী তীরের প্রত্যেক যজ্ঞ হুতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সমর্পিত হইত তাহার হোমধূমে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবি ঘৃত কেবল মাত্র জঠরযজ্ঞে ক্ষুধাসুরের উদ্দেশেই উপহৃত হইয়া থাকে এবং শুনিতে পাই সে ঘৃতও বিশুদ্ধ নহে।

বৃহস্পতি। বৃত্র নিসূদন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃতপানে, শুনিতে পাই, ক্ষুধাসুর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শক্র, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে সেই জন্যই নরলোকে হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, নতুবা, নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, ভো পাকশাসন, দেব জঠরের সমস্ত অমৃতরস সুতীব্র অম্লরসে পরিণত হইত, অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি এবং বায়ুদেবের বায়ুপরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার অমরবক্ষে অসহ্য শূল বেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র। হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘৃতের গুণাগুণ আমার অবিদিত নাই, যেহেতু যমরাজের নিকট সর্ব্বদাই তাহার বিবরণ শুনিতে পাই। অতএব হব্য পদার্থে আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, এবং হোমাগ্নির তিরোধান সম্বন্ধেও আমি আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমনি মর্ত্ত্যের ভক্তি হইতেই স্বর্গ ঊর্দ্ধলোকে উদ্বাহিত হইতে থাকে। সেই ভক্তিপুষ্প যদি শুষ্ক হইয়া যায় তবে, হে দ্বিজসত্তম, তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত, নন্দনবনবেষ্টিত

স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্ত্ত্যের সহিত যোগ প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের নব-নির্ব্বাচিত দেবতা-গুলিকে সাদরে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে ত্রিকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি। মেঘবাহন, সে সমস্ত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল নূতন দেবতা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। সম্প্রতি ঘেঁটুপ্রমুখ যে সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিমন্ত্রণে স্বর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা সুরসভার দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক সৃজন করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রতি বিশেষ ভারার্পণ করা হয়।

ইন্দ্র। বুধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গ উপসর্গ হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। জর্ম্মন দেশীয় পণ্ডিতগণের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থ সকলে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের নূতন আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব অথবা তাঁহাদের প্রাচ্যশিষ্যবর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতিদিনের সদ্য আহরিত পূজা প্রাপ্ত হইয়া উপবাসী পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে পাইলে আমরা নূতন বললাভ করিতে পারিব। অতএব, গুরুদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কণ্ঠে দেবমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে বরণ করিয়া লউন্!

বৃহস্পতি। অহো দুর্ব্বৃত্তা নিয়তি! মর্ত্ত্যলোকের প্রসাদলাভলালসায় কত পুরাতন দেবকুলপ্রদীপ ক্রমশঃ আপন দেবমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবসন লম্বকচ্ছে কামিনীমনোমোহন নির্লজ্জ নাগরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। গম্ভীর প্রকৃতি গণপতি কদলী তরুর সহিত গোপন পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা ধুস্তুর সিদ্ধি পানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচ জাতীয় স্ত্রীপল্লীর মধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন! সে সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন, বোধ করি, দেবাসনে উপদেবতাগণের অধিরোহণ দৃশ্যও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যকঠিন বক্ষ-স্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না!

চন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ভগবন্ উড়ুপতে! স্বর্গলোকে ত কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই তবে অদ্য কেন তোমার সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার দেখিতেছি?

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্নদৃষ্টি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান কর! তিনি স্বর্গে পদার্পণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অনুগ্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইলে কাহারও প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র। সুধাংশুমালিন্, সুহৃদ্গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই কিন্তু রমণীর অনুগ্রহ সে জাতীয় নহে।

চন্দ্র। ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ কর। তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, এ সুখাবেগ তুমি ব্যতীত আর কেহ একাকী সম্বরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র। প্রিয়সখে, অন্তের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধুকে দান করা কঠিন নহে; কিন্তু প্রেম সেরূপ সামগ্রী নহে; তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পার কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর অত্যাবশ্যক পূরণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পারনা।

চন্দ্র। যদি ফেলিয়া দিতে পারিতাম, তবে. বিপন্নভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না। সুরপতে অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। শশলাঞ্ছন, তুমি কি অপযশের ভয় করিতেছ?

চন্দ্র। সখে, সত্য বলিতেছি কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র। কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার অন্তঃপুরলক্ষ্মী প্রিয়তমার অসূয়া আশঙ্কা করিতেছ?

চন্দ্র। বন্ধো, তোমার অবিদিত নাই, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী লইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এপর্য্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র। সখে, ধন্য তোমার সাহস! তবে তোমার ভয় কিসের?

শশব্যস্ত হইয়া দেবদূতের প্রবেশ।

দূত। জয়োস্তু। দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে) কেন? দেবগণ তাঁহার নিকট কি কারণে অপরাধী হইয়াছে?

দূত। মনসা শীতলা মঙ্গলচণ্ডী নাম্নী দেবীগণ সরস্বতীর কমলবনে চিঙ্গটি নামক কর্দ্দমচর ক্ষুদ্রমৎস্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য্য না

হইয়া কমল কলিকায় অঞ্চলপূর্ণ করিয়া তিন্তিড়ি সংযোগে কটুতৈলে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন পূর্ব্বক তীরে বসিয়া প্রচুরপরিমাণে আহার করিয়াছেন, এবং পিত্তলস্থালী সরোবরের জলে মার্জ্জন পূর্ব্বক স্বস্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এপর্য্যন্ত মানসরোবরের পদ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে নাই। (দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন।)

ঘেঁটু মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত? আপনাদের কুশল? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনরূপ অভাব নাই? অনুচরগণ সমাহিত হইয়া সর্ব্বদা আপনাদের আদেশপালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন করে? কামধেনুর দুগ্ধ এবং অমৃতরস যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে? নন্দনবনের সুগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া বাতায়নপথে প্রবাহিত হইতে থাকে? আপনাদের উদ্যানিকুঞ্জে পারিজাত সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে?

(দেবীগণের উচ্চহাস্য)

মনসা। (ঘেঁটুর প্রতি) মিনসে কি বক্‌চে ভাই?

ঘেঁটু। পুরুৎঠাকুরের মত মন্তর পড়ে যাচ্চে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্ত্তা! তোমার মন্তর পড়া হয়ে গিয়ে থাকে ত গোটা-কতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেঁটো! আপনকার—

ঘেঁটু। ঘেঁটো কি! আমি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ ত দেখিনি গা! ঘেঁটো! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে' ইন্দিরে বলি!

মনসা। তা হলেই চিত্তিরে হয়! (দেবীগণের উচ্চ হাস্য)

ইন্দ্র। (হাস্যে যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়া) কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ সুকৃতি ফলে আপনকার সকলের স্মিতদশনময়ূখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না!

ঘেঁটু। আরে রাখ, ও সব বাজে কথা রাখ। তোমার পেয়াদা গুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে করে কি সব এনে দেয় সে আমি ছুঁতে পারিনে। তোমার শচী গিন্নিকে বলে দিয়ো আমার জন্যে রোজ এক থাল গোবরের লাড়ু তৈরি করে পাঠিয়ে দেন!

ইন্দ্র। তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেনু আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন। বোধ করি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য না হইতে পারে!

শীতলা। (চন্দ্রকে এক কোণে গুপ্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি! তুমি এত ছলও জান ভাই! আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যাহোক্! আমি বলি, তুমি বুঝি অন্দর মহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মত বসে আছেন—আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বল্লুম, বলি, ও বড়মানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না! যা বল্‌তে হয় তা বলেছি! ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র। (জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) সপ্তবিংশতির উপর অষ্টবিংশতিতম যোগ হইলে কিরূপ দুর্য্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে,—

শীতলা। (হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পার! আদর করে বেশ নামটি দিয়েছ যাহোক্! আন বদ্যি! কিন্তু বদ্যিতে করবে কি ভাই! কত বদ্যির সাতপুরুষকে আমি সাতঘাটের জল খাইয়ে এসেছি—আমি কি তেমনি মেয়ে!

ঘেঁটু। (ইন্দ্রের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া) কি গো, ইন্দির দা! মুখে যে রা'টি নেই। রেতের বেলা গিন্নির সঙ্গে বকাবকি চুলোচুলি হয়ে গেছে না কি?

ইন্দ্র। (সসঙ্কোচে সরিয়া গিয়া দূরস্থ আসন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) দেব, আসনগ্রহণে অনুমতি হৌক!

ঘেঁটু। এই যে এখানে ঢের জায়গা আছে। (ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন) দাদা, আমার সঙ্গে তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোট ভাই ঘেঁটু। (বাহুদ্বারা ইন্দ্রের গলবেষ্টন এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক অব্যক্ত কাতর ধ্বনি উচ্চারণ)

শীতলা। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায়!

চন্দ্র। মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপুরে দেবীগণ ভর্ত্তৃপ্রসাদন ব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীন নয়নে—

শীতলা। কি বল্লে? শালী? তা ভাই তাই সই! তোমার চাঁদ-মুখে সবই মিষ্টি লাগে। তা, শালী যদি বল্লে তবে কানমলাটিও খাও! (চন্দ্রের পার্শ্বে একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন)।

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। করুণস্পর্শে তরুণীকরকিসলয়ের অরুণরাগ এখনও তোমার কর্ণমূলে সংলগ্ন হইয়া আছে!

শীতলা। (মনসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ম'ল! ম'ল! আমাদের মিন্‌সে হিংসেয় ফেটে ম'ল! আমি চাঁদের পাশে বসেছি এ আর ওঁর গায়ে সইল না। ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াচ্চে দেখ না! এত গুলো পুরুষ মানুষের সাম্‌নে লজ্জাও নেই! মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘুষোই করবে! উনিও বড় কসুর করেন নি! কার্ত্তিক ঠাকুরটিকে নিয়ে যে রকম নিলজ্জপনা করেছে আমি দেখে লজ্জায় মরে

যাই আর কি! কার্ত্তিক কোথায় লুকোবে ভেবে পায় না। ওই ত চেহারা—ওই নিয়ে এত ভঙ্গীও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর মাগী! চাঁদের সাম্‌নে দিয়ে অমন বেহায়ার মত আনাগোনা করচিস্ কেন? যেন সাপ খেলিয়ে বেড়াচ্চে! কার্ত্তিকের ওখানে ঠাঁই হলনা না কি?

(সুরসভার মধ্যে মনসা ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ)

ইন্দ্র। (শশব্যস্ত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সম্বরণ কর! ক্রোধ সম্বরণ কর! অয়ি অস্থয়তাম্রলোচনে, অয়ি গলদ্বেণীবন্ধে, অয়ি বিগলিতদুকূলবসনে! অয়ি কোকিলজিতকূজিতে, তারতর সপ্তম স্বরকে পঞ্চমস্বরে নম্র করিয়া আন! অয়ি কোপনে—

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত ব্যস্ত হও কেন দাদা! ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে! থাকৃত ওলাবিবি, তাহলে আরও জম্‌ত! তার কি খাবার গোল হয়েছে তাই সে শচীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছে!

ইন্দ্র। (ব্যাকুলভাবে) হা সুরেন্দ্রবক্ষোবিহারিণী দেবী পৌলোমী।

(মনসার দ্রুতবেগে সভা ত্যাগ, এবং শীতলার পুনশ্চ চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন)

বীণাপাণির প্রবেশ।

বীণা। দেবরাজ, কর্কশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বরস্খলন হইতেছে, আমার কমলবন শূন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। (প্রস্থান)

বৃহস্পতি। আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি! (প্রস্থান)

(অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ)

অশ্লেষা ও মঘা। (চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ

অপরূপ অভিনব সপ্তদশম কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভমান দেখিতেছি!

চন্দ্র। দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকরুণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। পুরুষরাহু আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ঈর্ষান্বিত ভগবান একটি স্ত্রীরাহু সৃজন করিয়াছেন ইঁহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না!

অশ্লেষা। আর্যাপুত্র, এই ভদ্র ললনা অনতিপূর্ব্বে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার শ্বশুরকুলকে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অশ্রুতপূর্ব্ব কুৎসা দ্বারা লাঞ্ছিত কবিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহির্ভূত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পাবিতেছি সৌভাগ্যবতী তোমারই হস্তে সেই অবমাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন, আর্য্যপুত্রকে তাঁহার নবতব শ্বশুরকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষত্রলোক হইতে বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম! (শীতলার প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণি, তোমার সৌভাগ্য অক্ষয় হউক্। (প্রস্থান)

শচীর প্রবেশ।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্য্যে, শুভ আগমন হউক্!

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ঈস্! ভারি খাতির যে! মাইরি; দাদা ঢের ঢের পুরুষ মানুষ দেখেছি কিন্তু তোর মত এমন স্ত্রৈণ আমি দেখিনি!

(ঘেঁটুকে ইন্দ্রের বামপার্শ্বে শচীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দূরে এক কোণে শচীদেবী কর্ত্তৃক সামান্য এক আসন গ্রহণ।)

ঘেঁটু। (শচীর অনতিদূরে গমন করিয়া সহাস্যে) বৌঠাকরুণ,

আমার দাদাকে কি মন্তর পড়ে দিয়েছ বল দেখি! একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছ! তুমি উঠ্‌লে ওঠে, তুমি বস্‌লে বসে! বলি, একটা কথাই কও! (গান) "কথা কইতে দোষ কি আছে বিধুমুখী!"

ইন্দ্র। দেব ঘেঁটো, কিঞ্চিৎ অবসর দিতে অনুমতি হউক্! দেবীর নিকট কিছু নিবেদন আছে!

ঘেঁটু। ঈস্ দেখো! দেখো! একটু কাছে এসে বসেছি তোমার যে আর গায়ে সইল না—এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়—কথায় বলে অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ! কাজ নেই ভাই আবার শাপ দেবে। তোমরা দুজনে বোস আমি যাই। (বলপূর্ব্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা)।

ইন্দ্র। (ঘেঁটুকে দূরে অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ!

ওলাবিবির প্রবেশ।

ওলা। (শচীর প্রতি) তাই বলি যায় কোথায়! অমনি বুঝি সোয়ামির কাছে নাগাতে এসেছ! তা নাগাও না! তোমার সোয়ামিকে আমি ডরাইনে!

শচী। (আসন হইতে উঠিয়া ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ আমি জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শন ঘটে নাই।

ইন্দ্র। আর্য্যে, আমিও দেবীর অনুসরণ করিতেছি। বহুকাল পূজার অনবসরক্রমে চক্রপাণির নিকট অপরাধী হইয়া আছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ আবশ্যক আছে—লক্ষ্মীদেবী—। হায়! বিপৎকালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়!

শীতলা। অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ কেন? অমন করে থাক ত ফের কানমলা খাবে!

চন্দ্র। স্ফুরৎকনকপ্রভে বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবেনা যদি অনুমতি কর ত দাস—

শীতলা। ফের কানমলা খাবে! (কানমলিতে উদ্যত)

(মনসার পুনঃ প্রবেশ। শীতলার সহিত পুনরায় কলহারম্ভ, ঘেঁটু, ওলা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সকলের তাহাতে যোগদান।)

চন্দ্র। আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ করুন, দাস বিষ্ণুলোক অভিমুখে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে!

(দ্রুতপদে প্রস্থান।)

বশীকরণ।

প্রথম অঙ্ক।

আশু ও অন্নদা।

আশু। আচ্ছা অন্নদা, তুমি যেন ব্রাহ্ম হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রী-পরিত্যাগ করতে গেলে কেন? স্ত্রী ত তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয়! ঐটুকু পৌত্তলিকতা—রাখলেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা। সে ত ঠিক কথা। স্ত্রী পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীজাতি ত বিদায় হন না,—স্ত্রীকে ছাড়লে স্ত্রীজাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেন—স্ত্রীপূজার মাত্রা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আশু। তবে?

অন্নদা। তবে শোন। আমার শাশুড়ি ছিলেন না, শ্বশুর ভয়ঙ্কর হিন্দু ছিলেন। যখন শুন্‌লেন আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, আমার স্ত্রীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী কোরে কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌লেন। তার পরে শুন্‌চি হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত দেবতাতেও তৃপ্তি হয় নি, তার উপরে অল্‌কট্‌, ব্লাভাট্‌স্কি, অ্যানি বেসান্ট্‌, সূক্ষ্মশরীর, মহাত্মা, প্লান্‌চেট, ভূতপ্রেত, কিছুই বাদ যায় নি—

আশু। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে বাদ দিলে।

আশু। তুমি তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই—তার পশ্চাতে এত বড় রেজিমেণ্ট্‌ লেগেছে, সে আর টি‌ঁক্‌ল না! শুনেছি আমার শ্বশুর মারা গেছেন, এবং আমার স্ত্রী এখন পতিত উদ্ধার কোরে বেড়াচ্চেন।

আশু। তুমি একবার চরণে পতিত হওগে না, যদি উদ্ধার করেন!

অন্নদা। ঠিকানাও জানিনে, প্রবৃত্তিও নেই।

আশু। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে বেড়াবে?

অন্নদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধানে আছি।

আশু। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে সোনা-জিনিষটা দুর্লভ বটে!

অন্নদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু তোমার কি বল দেখি? তোমার ত আইবড়লোকপ্রাপ্তির বিধান কোন শাস্ত্রেই লেখে না। তার বেলা চুপ! থিওসফিতে তোমাকে খেলে! মন্ত্রতন্ত্র, প্রাণায়াম, হঠযোগ, সুষুম্না-ইড়া-পিঙ্গলা, এ সমস্তই তোমাকে ছাড়ে, যদি বিবাহ কর!

আশু। তুমি মনে কর, আমি সবই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি—তা

নয়। এ সমস্ত বিশ্বাসের যোগ্য কি না, তাই আমি পরীক্ষা কোরে দেখ্‌তে চাই! অবিশ্বাসকেও ত প্রমাণের উপর স্থাপন কর্‌তে হবে।

অন্নদা। বসে বসে তাই কর! মরীচিকা স্থাপনের জন্যে পাথুরের ভিত্তি গাঁথ। আমি এখন চল্লেম।

আশু। কোথায় যাচ্চ?

অন্নদা। শবসাধনায় নয়।

আশু। তা ত জানি।

অন্নদা। একটি সজীবের সন্ধান পেয়েছি।

আশু। তবে যাও! শুভকার্য্যে বাধা দেব না!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বাড়ীওয়ালা ও তাহার স্ত্রী।

স্ত্রী। মাতাজি যদি হবে, তবে অমন চেহারা কেন?

বাড়ীওয়ালা। দেখ্‌তে শুন্‌তে তাড়কা-রাক্ষসীর মত না হ'লেই বুঝি আর মাতাজি হয় না!

স্ত্রী। হবে না কেন! কিন্তু তা হ'লে কি এই সমর্থবয়সে স্বামীর ঘরে না থেকে তোমার মত বোকা ভোলাবার জন্যে মাতাজি-গিরি কর্‌তে বেরত? তা হ'লে কি পিতাজি তোমার মাতাজিকে ছাড়্‌ত? আর এত টাকাই বা পেলে কোথায়?

বাড়ীওয়ালা। ওগো, যারা যোগবিদ্যা জানে, তাদের যদি টাকা না হবে,—চেহারা না হবে, তবে কি তোমার হবে? রোস না,—ওঁর কাছে মন্তরটন্তরগুলো শিখে নেওয়া যাক্ না।

স্ত্রী। বুড়োবয়সে মন্তর শিখে হবে কি শুনি? কাকে বশ কর্‌বে?

বাড়ীওয়ালা। যাঁকে কিছুতেই বশ মানাতে পার্‌লেম না!

স্ত্রী। তিনি কে?

বাড়ীওয়ালা। আগে বশ মানাই, তার পরে সাহস কোরে নাম বল্‌ব!

মাতাজির প্রবেশ।

মাতাজি। এ বাড়ীতে আমার থাকার সুবিধা হচ্চে না। এর চেয়ে বড় বাড়ী আমাকে দিতে হবে।

বাড়ীওয়ালা। এ বাড়ী ছাড়া আমার আর একটিমাত্র বড় বাড়ী আছে। সেটা বড় বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা ভাড়া বেশি দেব, কিন্তু সেই বাড়ীতেই আমি কাল যেতে চাই।

বাড়ীওয়ালা। সবে পর্শুদিন সেখানে একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্ সদর্‌আলার বিধবা স্ত্রী,—পশ্চিম থেকে মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজ্‌তে এসে আমার সেই উনপঞ্চাশ নম্বরের বাড়ীতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপঞ্চাশ নম্বর! ঠিক আমি যা চাই! তোমার এ বাড়ীর নম্বর ভাল নয়!

বাড়ীওয়ালা। বাইশ নম্বর ভাল নয় মাতাজি? কারণটা কি বুঝিয়ে বলুন।

মাতাজি। বুঝ্‌তে পার্‌চ না—দুয়ের পিঠে দুই—

বাড়ীওয়ালা। ঠিক বলেছেন মাতাজি, দুয়ের পিঠে দুইই ত বটে! এতদিন ওটা ভাবি নি!

মাতাজি। দুইয়েতে কিছু শেষ হয় না, তিন চাই। দেখ না, আমরা কথায় বলি, দু তিন জন—

বাড়ীওয়ালা। ঠিক ঠিক, তা ত বলেই থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বল্লেই চুকে যেত, তা হ'লে তার সঙ্গে আবার তিন বল্‌ব কেন? বুঝে দেখ!

বাড়ীওয়ালা। আমাদের কি বা বুদ্ধি, তাই বুঝ্‌ব! সবই ত জান্‌তুম, তবু ত বুঝিনি!

মাতাজি। তাই, ঐ দুইয়ের পিঠে দুই বলেই আমার মন্ত্র কিছুই সফল হচ্চে না!

স্ত্রী। (আত্মগত) বেঁচে থাক্ আমার দুইয়ের পিঠে দুই! মন্ত্র সফল হ'য়ে কাজ নেই!

মাতাজি। উনপঞ্চাশের মত এমন সংখ্যা আর হয় না!

বাড়ীওয়ালা। (জনান্তিকে) শুন্‌লে ত গিন্নি!

স্ত্রী। (জনান্তিকে) শুনে হবে কি! তোমার উনপঞ্চাশ যে অনেককাল হ'ল পেরিয়েছে!

বাড়ীওয়ালা। কিন্তু মাতাজিকে কি কালই সে বাড়ীতে যেতে হবে?

মাতাজি। কাল উনত্রিশে তারিখে মঙ্গলবার পড়েছে, এমন দিন আর পাওয়া যাবে না!

বাড়ীওয়ালা। ঠিক কথা! কাল উনত্রিশেও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে! কি আশ্চর্য্য! তা হ'লে ত কালই যেতে হচ্চে বটে! তা-ই ঠিক কোরে দেব! (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার সেই নতুন ভাড়াটেদের ওঠাই কি বোলে? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাড়ীই বা পায় কোথায়?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়ীতে এনেই রাখ না! আমরা না হয় কিছুদিন ঝামাপুকুরে জামাইবাড়ী গিয়েই থাক্‌ব! তোমার ঐ মন্তর-জানা মেয়েমানুষকে এখানে রেখে কাজ নেই! বিদায় কোরে দাও! ছেলেপিলের ঘর, কার্ কখন্ অপরাধ হয়, বলা যায় কি!

বাড়ীওয়ালা। সেই ভাল। তাদের কোনরকম কোরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে এনে ফেলা যাক্। বলি গে, পাড়ায় প্লেগ্ দেখা দিয়েছে, উনপঞ্চাশ নম্বরে প্লেগ্‌হাঁসপাতাল বস্‌বে!

তৃতীয় অঙ্ক।

আশু ও অন্নদা।

অন্নদা। তোমার ঐ টাট্‌কা-লঙ্কার ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে করলে যে হে! তোমার ঘরে আসা ছাড়্‌তে হল!

আশু। টাট্‌কা লঙ্কার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে?

অন্নদা। ঐ যে তোমার তর্কালঙ্কারের বকুনি! লোকটা ত বিস্তর টিকি নাড়্‌লে, মাথামুণ্ডু কিছু পেলে কি?

আশু। মাথামুণ্ডু নইলে শুধুটিকি নড়্‌বে কোথায়? কথাগুলো যদি শ্রদ্ধা কোরে শুন্‌তে, তবে বুঝ্‌তে।

অন্নদা। যদি বুঝ্‌তেম, তবে শ্রদ্ধা কর্‌তেম! তুমি আশু ফিজিকাল্ সায়ান্সে এম্, এ, দিয়ে এলে—তুমি যে এত ঘন ঘন টিকিনাড়া বরদাস্ত কর্‌চ, এ যদি দেখতে পায়, তবে প্রেসিডেন্সি কালেজের চুণকাম-করা দেওয়ালগুলো বিনি খরচে লজ্জায় লাল হোয়ে ওঠে। আজ কথাটা কি হ'ল বুঝিয়ে বল দেখি!

আশু। পণ্ডিতমশায় পরিণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্‌ছিলেন।

অন্নদা। তত্ত্বটা আমার জানা খুব দরকার হোয়ে পড়েছে। তর্কালঙ্কারমশায় বল্‌ছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার সঙ্গে জানাশুনার চেষ্টা না করাই কর্ত্তব্য। যুক্তিটা কি দিচ্ছিলেন, ভাল বোঝা গেল না।

আশু। তিনি বল্‌ছিলেন, সকল জিনিষের আরম্ভের মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হ'লে তখন সূর্য্য-চন্দ্র-জল-বাতাসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই কর্‌বার সময় আসে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার হৃদয়কে বিলাতী অনুকরণে বাইরে টানাটানি না কোরে, তাকে আচ্ছন্ন আবৃত রাখাই কর্ত্তব্য। তখন তার উপরে তাড়াতাড়ি দৃষ্টিক্ষেপ করতে যেয়ো না। সে যখন স্বভাবতই

নিজে অঙ্কুরিত হোয়ে তার অর্দ্ধমুকুলিত সলজ্জ দৃষ্টিটুকু গোপনে তোমার দিকে অগ্রসর কর্‌তে থাক্‌বে, তখনি তোমার অবসর।

অন্নদা। আমার অদৃষ্টে সে পরীক্ষা ত হ'য়ে গেছে। বিলাতী প্রথামতে, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার হৃদয় নিয়ে টানাহেঁচ্‌ড়া করিনি;— হৃদয়টা এত অন্ধকারের মধ্যে ছিল যে, আমি তার কোন খোঁজ পাইনি, তার পরে অঙ্কুরিত হ'ল কি না হ'ল, তারো ত কোন ঠিকানা পেলেম না। এবারে উল্টোরকম পরীক্ষা কর্‌তে চলেছি, এবার আগে হৃদয়, তার পরে অন্য কথা।

আশু। পরীক্ষার দিন কবে?

অন্নদা। কাল।

আশু। স্থান?

অন্নদা। ঊনপঞ্চাশ নম্বর রাম বৈরাগীর গলি।

আশু। নম্বরটা ত ভাল শোনাচ্চে না!

অন্নদা। কেন? ঊনপঞ্চাশ বায়ুর কথা ভাব্‌চ? সে আমাকে টলাতে পার্‌বে না—তুমি হলে বিপদ্ ঘট্‌ত।

আশু। পাত্র?

অন্নদা। কন্যার বিধবা মা তাকে পশ্চিম থেকে সঙ্গে কোরে এনেছে। আমি ঘটককে বলে রেখেছি যে, ভাল কোরে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় কোরে নিয়ে তবে বিবাহের কথা হবে।

আশু। কিন্তু অন্নদা, শেষকালে বহুবিবাহে প্রবৃত্ত হলে!

অন্নদা। তোমাদের মত আমি নাম দেখে ভড়্‌কাই নে। যে বহুবিবাহের মধ্যে আর সমস্ত আছে, কেবল বহুটুকুই নেই, তাকে দেখে চম্‌কাও কেন ভাই!

আশু। তবু একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ আছে ত—বহুবিবাহকে বহুবিবাহ বল্‌তেই হইবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী যেখানে আছে, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ও সেইখানে আছে। সে স্ত্রীও আস্‌চে না, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ও রইল—অতএব এখন আমি ডঙ্কা মেরে বহুবিবাহ কর্‌ব, প্রিন্সিপ্‌ল্‌-জুজুকে ডরাব না!

রাধাচরণের প্রবেশ।

রাধা। আশুবাবু!

আশু। কি হে রাধে!

রাধা। সেদিন আপনি আমার সঙ্গে মন্ত্র নিয়ে তর্ক কর্‌লেন—এক একটা শব্দের যে একএকপ্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।

অন্নদা। বল কি রাধে—তা হলে আশুর অবিশ্বাস কর্‌বার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ লোপ হয় নি—এখনো দুটো একটা জায়গায় ঠেকৃচে! শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা বাঙালীর ছেলে বিশ্বাস কর না।

রাধা। বলুন্ ত অন্নদাবাবু! তা হ'লে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, এগুলো কি বেবাক্ গাঁজাখুরি!

অন্নদা। তাও কি কখনো হয়? সংসারে কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে!

রাধা। পশ্চিম থেকে একজন যোগসিদ্ধ মাতাজি এসেছেন। শুনেছি তিনি মন্ত্রের বল একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারেন। দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, কিন্তু সকলকে তিনি দেখা দেন না; বলেছেন, যোগ্য লোক পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যে দেখিয়ে দেবেন। আশুবাবু, আপনি চেষ্টা কর্‌লে নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আশু। তিনি থাকেন কোথায়?

রাধা। বাইশনম্বর ভেড়াতলায়।

অন্নদা। বাইশনম্বরটা উনপঞ্চাশের চেয়ে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু

জায়গাটা ভাল ঠেক্‌চে না! একে বশীকরণ-বিদ্যে, তার উপরে তেড়াতলা! মাতাজির কাছে মুণ্ডুজিটি খুইয়ে এসো না!

আশু। আরে ছি! কি বকো, তার ঠিক নেই! তাঁরা হলেন সাধু স্ত্রীলোক, সেখানে মুণ্ডুর ভাবনা ভাব্‌তে হয় না। তুমি বুঝেসুঝে উনপঞ্চাশে পা বাড়িয়ো।

অন্নদা। তুমি ভাব্‌চ বাইশ একেবারেই নির্বিষ! তা নয় হে! বিশের উপরেও দুইমাত্রা চড়িয়ে তবে বাইশ! আপাদমস্তক জর্জ্জর হয়ে ফির্‌বে!

চতুর্থ অঙ্ক।

বাইশ নম্বরে কন্যার বিধবা মাতা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামা। পেলেগ্‌ শুনে ভয়ে বাঁচিনে! তাড়াতাড়ি কোরে পালিয়ে ত এলুম! কিন্তু অন্নদা বোলে ছেলেটির আজ যে সেই উনপঞ্চাশ নম্বরে আস্‌বার কথা আছে, সে কি সেখান থেকে চিনে ঠিক এখানে আস্‌তে পার্‌বে? এত কোরে খাওয়াদাওয়ার জোগাড় কর্‌লেম্‌, সব মাটি হবে না ত? যে তাড়াটা লাগালে, একবার খবর দেবার সময় দিলে না! ঘটক বলেছে, ছেলেটি আমার নিরুপমাকে ভাল কোরে দেখে-শুনে নিতে চায়, ওর পড়াশুনো গানবাজ্‌না সব পরীক্ষা কর্‌বে—তা করুক! কর্ত্তা ত নিরুপমাকে সেই রকম কোরেই শিখিয়েচেন! বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমাদের কখনো ত বন্ধ কোরে রাখেন নি! তবু কল্‌কাতার ছেলে কি রকম জানিনে! ভয় হয়! আমাদের ধরণধারণ দেখে হয় ত অভদ্র মনে কর্‌বে! তারা মেয়ের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করে না কি, কে জানে! হয় ত ইংরাজিতে গুড্‌মর্ণিং বলে। শুনেচি তাদের নিজের হাতে চুরট জ্বালিয়ে দিতে হয়—এ সব ত পার্‌ব না! ঘটক বল্লে, ছেলেটি হ্যাট্‌কোট্‌ পরে! আমার মেয়ে আবার ফিরিঙ্গির সাজ দু'চক্ষে

দেখ্‌তে পারে না। কি রকম যে হবে, বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! মন্ত্র পড়ে বিয়ে কর্‌তে রাজি হবে ত?

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মা ঠাকরুণ, একটি বাবু এসেচেন। আমি তাঁকে বল্লেম, বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেউ নেই। তিনি বল্লেন, তিনি মার সঙ্গেই দেখা কর্‌তে এসেচেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই ছেলেটা এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্চে—কল্‌কাতার ছেলে, তার সঙ্গে কি রকম কোরে চল্‌তে হবে! কি জানোয়ারই মনে কর্‌বে!

আশুর প্রবেশ।

(শ্যামাসুন্দরীর পায়ের কাছে একটি গিনি রাখিয়া আশুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

শ্যামা। (স্বগত) এ যে প্রণামী দিয়ে প্রণাম কর্‌লে গো! এ ত শেক্‌-হ্যাণ্ড করে না! বাঁচালে! লক্ষ্মী ছেলে! কেমন ধুতিচাদর পরে এসেছে।

আশু। মাতাজি, আমাকে যে আপনি দর্শন দেবেন, এ আমি আশা করিনি! বড় অনুগ্রহ করেচেন!

শ্যামা। (সস্নেহে সপুলকে) কেন বাবা, তুমি আমার ছেলের মত, তোমাকে দেখা দিতে দোষ কি!

আশু। স্নেহ রাখ্‌বেন। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, এই অনুগ্রহ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই!

শ্যামা। বাবা, তোমার কথা শুনে আমার কান জুড়োলো—আমি নিশ্চয় অনেক তপস্যা করেছিলেম, তাই—

আশু। মাতাজি, আপনি তপস্যার দ্বারা যে নিরুপমা-সম্পদ্‌ লাভ করেচেন, আমাকে তার—

শ্যামা। তোমাকে দেবার জন্যেই ত প্রস্তুত হয়ে এসেচি। অনেক সন্ধান কোরে যোগ্যপাত্র পেয়েছি—এখন দিতে পার্‌লেই ত নিশ্চিন্ত হই।

আশু। (শ্যামার পদধূলি লইয়া) মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ কর্‌লেন—এত সহজেই যে ফললাভ কর্‌ব, এ আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না।

শ্যামা। বল কি বাবা, তোমার আগ্রহ যত, আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি!

আশু। তা হ'লে যে কামনা কোরে এসেছিলেম, আজ কি তার কিছু পরিচয়—

শ্যামা। পরিচয় হবে বৈ কি বাবা, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই—

আশু। আপত্তি নেই মাতাজি? শুনে বড় আরাম পেলেম—

শ্যামা। দেখাশুনা সমস্তই হবে বাবা, আগে কিছু খেয়ে নাও!

আশু। আবার খাওয়া! আপনি আমাকে যথার্থ জননীর মতই স্নেহ দেখালেন!

শ্যামা। তুমিও আমাকে মার মতই দেখ্‌বে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা—আমার ত ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মত থাক্‌বে।

আহার্য্য লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

আশু। করেচেন কি? এত আয়োজন?

শ্যামা। আয়োজন আর কি কর্‌লেম্? আজই ঠিক আস্‌তে পার্‌বে কি না, মনে একটু সন্দেহ ছিল, তাই—

আশু। সন্দেহ ছিল? আপনি কি জান্‌তেন, আমি আস্‌ব?

শ্যামা। তা জান্‌তেম বৈ কি।

আশু। (আত্মগত) কি আশ্চর্য্য! আমাকে না জেনেই আমার জন্যে পূর্ব্ব হতেই অপেক্ষা কর্‌ছিলেন? তবু অন্নদা যোগবলে বিশ্বাস

করে না! তাকে বল্লে বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে! (আহারে প্রবৃত্ত)

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি সোনার টুক্‌রো! যেমন কার্ত্তিকের মত দেখ্‌তে, তেম্‌নি মধুঢালা কথা! আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাক্‌চে। পশ্চিম থেকে এসেছি কি না, তাই বোধ হয় মা না বলে' মাতাজি বল্‌চে। (প্রকাশ্যে) কিছুই খেলে না যে বাবা?

আশু। আমার যা সাধ্য, তার চেয়ে বরঞ্চ বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

শ্যামা। তা হ'লে একটু বোস—আমি ডেকে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

আশু। রাধে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কন্যার দ্বারা মন্ত্রের ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যায় আমার একটু বিশ্বাস জন্মাচ্চে। এরি মধ্যে মাতাজির মাতৃস্নেহে আমার চিত্ত কেমন যেন আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্চে যেন মাকে পেলেম! এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে! মাতাজি স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত শরীর যেন অভিষিক্ত কোরে দিয়েছেন। প্রথম দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর পুত্রস্থানীয় করে নিয়েচেন, এ যেন পূর্ব্বজন্মের একটা সম্বন্ধের স্মৃতি।

নিরুপমাকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ।

আশু। (স্বগত) আহা কি সুন্দর! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন মূর্ত্তিমতী! এঁর মুখে কোন মন্ত্রই বিফল হতে পারে না।

শ্যামা। যাও, লজ্জা কোরো না মা! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর দিয়ো!

আশু। লজ্জা কর্‌বেন না! মাতাজি আমার প্রতি যে-রকম অনুগ্রহ প্রকাশ করেচেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতই দেখ্‌বেন। (আত্মগত) মেয়েটি কি লাজুক! আমার কথা শুনে আরো যেন লাল হয়ে উঠ্‌ল।

শ্যামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে জিজ্ঞাসাপত্র কর!

আশু। আপনার কোন্ কোন্ বিদ্যায় অধিকার আছে, জানতে উৎসুক হ'য়ে আছি।

শ্যামা। বয়স অল্প, বিদ্যা কতই বা বেশি হবে—তবে—

আশু। যত অল্পই হোক্ মাতাজি, আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্যামা। (আত্মগত) বিদ্যার কোন পরিচয় না পেয়েই যখন এত সন্তুষ্ট, তখন মেয়েকে পছন্দ করেচে বলেই বোধ হচ্চে। বাঁচা গেল, আমার বড় ভাবনা ছিল। (প্রকাশ্যে) নিরু, একটি গান শুনিয়ে দাও ত মা!

আশু। গান! এ আমার আশার অতীত! আপনি বোধ হয় পূর্ব্বে থেকেই জানেন্, গানের চেয়ে আমি কিছুই ভাল বাসিনে। (স্বগত) অন্নদার মত এত বড় সন্দেহী, সে থাক্‌লে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ করতে পার্‌ত! (প্রকাশ্যে নিরুপমার প্রতি) আপনারা আমাকে একদিনেই চিরঋণী করেচেন—যদি গান করেন, তবে বিক্রীত হয়ে থাক্‌ব!

(নিরুপমার গান)

কাফি—ঝাঁপতাল।

(আমি) কি বলে' করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন!
চিত্তে এসে দয়া করি' নিজে লহ অপহরি'
কর তারে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণমন॥

তবু ধূলি তবু ছাই মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে কর সমর্পণ
তব স্পর্শে পরশরতন।
তোমার গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
একেবারে দিব বিসর্জ্জন
চরণে হৃদয় প্রাণমন ॥

আশু। (স্বগত) আর মন্ত্রের দরকার নেই। বশীকরণের আর কি বাকি রইল! কন্যাটি দেবকন্যা! (প্রকাশ্যে) মাতাজি!

শ্যামা। কি বাবা!

আশু। আমাকে আপনার পুত্র কোরেই রাখ্‌বেন, এমন সুধাসঙ্গীত শোন্‌বার অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন না। যা পাওয়া গেল, এই আমি পরম লাভ মনে কর্‌চি। মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভুলেই গেছি। এখন বুঝ্‌তে পার্‌চি, মন্ত্রের কোন দরকারই নেই!

শ্যামা। অমন কথা বোলো না বাবা! মন্ত্রের দরকার আছে বৈ কি! নইলে শাস্ত্রে—

আশু। সে ত ঠিক কথা! মন্ত্র আমি অগ্রাহ্য করি নে। আমি বল্‌ছিলেম, মন্ত্র পড়্‌লেই যে মন বশ হয়, তা নয়, গানের মোহিনী শক্তির কাছে কিছুই লাগে না। (স্বগত) মেয়েটি আবার লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল! ভারি লাজুক!

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি খুব ভাল! কিন্তু একটু যেন লজ্জা কম বলে' বোধ হয়! মন বশ করার কথাগুলো শাশুড়ির সাম্‌নে না বল্লেই ভাল হত।

আশু। কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্চে আমি বলি, তার পরে—

শ্যামা। তা বাবা, সে সব কথা এখন থাক্! আগে—

আশু। আমি বলছিলেম; গানে যেমন বশ হয়, সেও ত শব্দমাত্র—মনের সঙ্গে তার যদি যোগ থাকে, তা হলে মন্ত্রের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কি বোলে?

শ্যামা। ঠিক কথা। মন্ত্রটা মানাই ভাল!

আশু। (সোৎসাহে) আপনার কাছে এ সব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু শাব্দী শক্তির সঙ্গে আত্মার যে একটি নিগূঢ় যোগ আছে, তার স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন,—তর্কালঙ্কারমশায় বলেন, সে অনির্ব্বচনীয়। শাস্ত্রে যে বলে শব্দ ব্রহ্ম, তার কারণ কি? ব্রহ্মই যে শব্দ বা শব্দই যে ব্রহ্ম, তা নয়—কিন্তু ব্রহ্মের ব্যাবহারিক সত্তার মধ্যে শব্দস্বরূপই ব্রহ্মের সব চেয়ে যেন নিকটতম। (নিরুপমার প্রতি) আপনি ত এ সকল বিষয় অনেক আলোচনা করেচেন—আপনার কি মনে হয় না, রূপরস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষের বিষয়। সেই জন্যেই এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার মিলন-সাধনের প্রধান উপায় শব্দ। আপনি কি বলেন? (স্বগত) মেয়েটি ভারি লাজুক।

শ্যামা। বল না মা, যা জিজ্ঞাসা করচেন বল! এত বিদ্যে শিখলে, এই কথাটার উত্তর দিতে পারচ না? বাবা, প্রথমদিন কি না, তাই লজ্জা করচে। ও যে কিছু শেখে নি, তা মনে কোরো না।

আশু। ওঁর বিদ্যার উজ্জ্বলতা মুখশ্রীতেই প্রকাশ পাচ্চে। আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করচিনে।

শ্যামা। নিরু, মা, একবার ও-ঘরে যাও ত। (নিরুপমার প্রস্থান) দেখ বাবা, মেয়েটির বাপ নেই, সকল কথা আমাকেই কইতে হচ্চে—তুমি কিছু মনে কোরো না।

আশু। মনে করব! বলেন কি? আপনার কথা শুনতেই ত এসেছিলেম—বাচালের মত কেবল নিজেই কতকগুলো বোকে গেলেম। আমাকে মাপ করবেন।

শ্যামা। তোমার যদি মত থাকে, তা হ'লে একটা দিনস্থির কর্‌তে হচ্চে ত!

আশু। (স্বগত) আমি ভেবেছিলেম, আজই সমস্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার, তাই বোধ হয় হ'ল না। (প্রকাশ্যে) তা আস্‌চে রবিবারেই যদি স্থির করেন!

শ্যামা। বল কি বাবা! আজ বৃহস্পতিবার, মাঝে ত কেবল দুটো দিন আছে!

আশু। এর জন্যে কি অনেক আয়োজনের দরকার হবে?

শ্যামা। তা হবে বৈ কি বাবা—যথাসাধ্য কর্‌তে হবে। তা ছাড়া, পাঁজি দেখে একটা শুভদিন স্থির কর্‌তে হবে ত।

আশু। তা বটে, শুভদিন দেখ্‌তে হবে বৈ কি! আসল কথা, যত শীঘ্র হয়! আমার যে-রকম আগ্রহ, ইচ্ছে হচ্চে, এই মুহূর্ত্তেই—

শ্যামা। তা আমি অনর্থক দেরি কর্‌ব না বাবা। আস্‌চে অঘ্রাণ-মাসেই হ'য়ে যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স হ'য়ে এসেছে, ওকেও ত আর রাখা যাবে না।

আশু। ওঁর বিবাহ হ'য়ে গেলেই বুঝি—

শ্যামা। তা হলেই আবার আমি কাশীতে ফিরে যেতে পারি।

আশু। তা হ'লে তার আগেই আমাদের—

শ্যামা। সব ঠিক কোরে নিতে হবে।

আশু। তবে দিনক্ষণ দেখুন!

শ্যামা। তুমি ত রাজি আছ বাবা!

আশু। বিলক্ষণ! রাজি যদি না থাক্‌বো ত এখানে এলেম কেন! আপনাকে নিয়ে কি আমি পরিহাস কর্‌চি! আমার সে-রকম স্বভাব নয়। আমি এখনকার ছেলেদের মত এ সকল বিষয় নিয়ে তামাসা করিনে!

শ্যামা। তোমার আর মত বদ্‌লাবে না!

আশু। কিছুতেই না! আপনার পদস্পর্শ কোরে আমি বল্‌চি, আপনার কাছ থেকে যা গ্রহণ কর্‌তে এসেছি, তা আমি গ্রহণ কোরে তবে নিরস্ত হব!

শ্যামা। দেওয়া-থোওয়ার কথা কিছু হল না যে!

আশু। আপনি কি চান্ বলুন্।

শ্যামা। আমি কি চাইব বাবা! তুমি কি চাও, সেইটে বল!

আশু। আমি কেবল বিয়ে চাই, আর কিছু চাই নে!

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া, তা বল্‌তেই হবে! ছি ছি ছি, বিদ্যেসুন্দরের কথা আমার কাছে পাড়্‌লে কি কোরে! আমার নিরুকে বলে কি না বিয়ে! (প্রকাশ্যে) তা হ'লে পানপত্রটার কথা কি বল বাবা!

আশু। (স্বগত) পানপত্র! এঁর দেখ্‌চি সমস্তই শাক্তমতে। এদিকে কুমারী কন্যা, তার পরে আবার পানপত্র! এইটে আমার ভাল ঠেক্‌চে না! (প্রকাশ্যে) তা মাতাজি, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না—অবশ্য যে কাজের যা অঙ্গ, তা কর্‌তেই হয়—কিন্তু ঐ যে পানপত্রের কথা বল্লেন, ওটা ত আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামা। বাবা তোমরা এ কালের ছেলে, তোমরা ওটাকে অসভ্যতা মনে কর, কিন্তু আমি ত ওতে কোন দোষ দেখিনে—

আশু। আপনি ওতে কোন দোষই দেখেন না? বলেন কি মাতাজি?

শ্যামা। তা না হয়, পানপত্র রইল, ওর জন্যে কিছু আট্‌কাবে না, এখন বিবাহের কথা ত পাকা?

আশু। কার বিবাহের কথা!

শ্যামা। তুমি আমাকে অবাক্ কর্‌লে বাপু! এতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা কর্‌চ, কার্ বিবাহের কথা! তোমারি ত বিবাহের কথা হচ্ছিল

—কেবল পানপত্রের কথা শুনেই তুমি চম্‌কে উঠ্‌লে। তা পানপত্র না হয় না-ই হ'ল।

আশু। (হতবুদ্ধিভাবে) ও, হাঁ, তা বুঝেছি, তাই হচ্ছিল বটে! (স্বগত) মস্ত একটা কি ভুল হ'য়ে গেছে। না বুঝে একেবারে জড়িয়ে পড়েছি। কি করা যায়! (প্রকাশ্যে) কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক-দিন এ সব কথা খোলসা কোরে আলোচনা করা যাবে! কি বলেন ?

শ্যামা। খোলসার আর কি বাকি রেখেচ বাবা! আর-এক-দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে। তাড়াতাড়ি ত তুমিই কর্‌ছিলে! আস্‌চে রবিবারেই তুমি দিনস্থির কর্‌তে চেয়েছিলে!

আশু। তা চেয়েছিলেম বটে।

শ্যামা। তুমি দেখাশুনা করতে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলুম্; তার গানও শুন্‌লে—এখন পানপত্রের কথা শুনেই যদি বেঁকে দাঁড়াও, তা হ'লে ত আমার আর মুখ দেখাবার জো থাক্‌বে না। তোমাকেই বা লোকে কি বল্‌বে বাবা! ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার কি ভাল ? আমার নিরু তোমার কাছে কি দোষ করেছিল যে (ক্রন্দন)—

নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ।

নিরুপমা। মা, কি হয়েছে মা, অমন কোরে কাঁদ্‌চ কেন ?

আশু। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমাকে এঁরা সবাই কি মনে কর্‌বেন না জানি! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সমস্তই ঠিক কোরে দিচ্চি। আপনারা কান্নাকাটি কর্‌বেন না। শুভকর্ম্মে ওতে অমঙ্গল হয়। (শ্যামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন স্থির করে দিন্—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

শ্যামা। তা বাবা যদি ভাল দিন হয়, তা হ'লে তুমি যা বলেছিলে, আস্‌চে রবিবারেই হোয়ে যাক্। আমার আয়োজনে কাজ নেই। এই কটা দিন তোমার মত স্থির থাক্‌লে বাঁচি।

আশু। অমন কথা বল্‌বেন না—আমাব মতের কথনো নড়্‌চড়্ হয় না।

শ্যামা। আমার পা ছুঁয়ে ত তাই বলেওছিলে, কিন্তু দশমিনিট্ না যেতেই এক পানপত্রের কথা শুনেই তোমার মত বদ্‌লে গেল।

আশু। তা বটে। পানপত্রটা আমি আদবে পছন্দ করি না—

শ্যামা। কেন বল ত বাবা ?

আশু। তা ঠিক বলতে পাব্‌চিনে—ওই আমার কেমন—বোধ হয়, ওটা—কি জানেন, পানপত্রটা যেন—কে জানে ও কথাটাই কেমন—হঠাৎ শুন্‌লে কি যেন—তা এই বাড়ীটাব নম্বব কি বলুন্ দেখি !

শ্যামা। ওঃ, তাই বুঝি ভাব্‌চ! আমরা তোমাকে ভাঁড়াচ্চি নে বাবা ! আমরাই উনপঞ্চাশ নম্বরে ছিলুম, কাল এই বাইশ নম্বরে উঠে এসেচি। যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে, উনপঞ্চাশ নম্বরে বরঞ্চ একবার খোঁজ কোরে আস্‌তে পার!

আশু। (স্বগত) উঃ, কি ভুলই করেছি! যা হোক্, এখন একটা পরিত্রাণের রাস্তা পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে! যা হোক, অন্নদাব অদৃষ্ট ভাল। একএকবার মনে হচ্চে, ভুলটা শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

শ্যামা। কি বাবা! এত ভাব্‌চ কেন? আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে—তোমাকে ঠকাবার জন্যে পশ্চিম থেকে এখেনে আসিনি।

আশু। ও কথা বল্‌বেন না, আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এখন আমি যাচ্চি—একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ব—আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করবই. এ আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কোরে যাচ্চি।

শ্যামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই—পা ছুঁয়ে আরো একবার শপথ করেছিলে—

আশু। আচ্ছা, আমি আমার ইষ্টদেবতার শপথ কোরে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই সমস্ত পাকা কোরে তবে অন্য কথা।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কথাবার্ত্তায় বেশ, কিন্তু ওকে কিছুই বুঝ্‌বার জো নেই! কখনো বা তাড়া দেয়, কখনো বা ঢিল দেয়, অথচ মুখ দেখে ওর প্রতি অবিশ্বাসও হয় না।

আশু। তবে অনুমতি করেন ত এখন আসি!

শ্যামা। তা এস বাবা। (প্রণাম করিয়া আশুর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

অন্নদা।

অন্নদা। ব্যাপারখানা ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। ঘটকের কথা শুনে এলেম কন্যা দেখ্‌তে। যিনি দেখা দিলেন, তাঁকে ত বয়স দেখে কোনমতেই কন্যার মা বলে' বোধ হয় না—চেহারা দেখে বোধ হ'ল অপ্সরী—যদি চ অপ্সরীর চেহারা কি-রকম, পূর্ব্বে কখনো দেখিনি। শেক্‌হ্যাণ্ড কর্‌তে যেম্‌নি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, অমনি ফস কোরে আমার হাতে কড়িবাঁধা একগাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে। আর কেউ হ'লে গোলমাল কর্‌তেম—কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলমাল কর্‌বার জো কি। কিন্তু এ সমস্ত কোন্‌-দেশী দস্তুর, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

মাতাজির প্রবেশ।

মাতাজি। (স্বগত) অনেক সন্ধান কোরে তবে পেয়েছি। আগে আমার গুরুদত্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বল্‌. ক্লর্লিং।

অন্নদা। হুর্‌লিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বল, কুড়বং কড়বং কৃড়াং!

অন্নদা। (স্বগত) ছি ছি ভারি হাস্যকর হ'য়ে উঠ্‌চে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অদ্ভুত-শব্দগুলো উচ্চারণ!

মাতাজি। চুপ কোরে রইলে যে!

অন্নদা। বল্‌চি। কি বল্‌ছিলেন বলুন!

মাতাজি। কুড়বং কড়বং কৃড়াং!

অন্নদা। কুড়বং কড়বং কৃড়াং (স্বগত) রিডিক্লাস্‌!

মাতাজি। মাথাটা নীচু কর। কপালে সিঁদুর দিতে হবে!

অন্নদা। সিঁদুর! সিঁদুর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে!

মাতাজি। তা জানিনে, কিন্তু ওটা দিতে হবে! (অন্নদার কপালে সিঁদুর লেপন)।

অন্নদা। ইস্‌, সমস্ত কপালে যে একেবারে লেপে দিলেন!

মাতাজি। বল বজ্রযোগিন্যৈ নমঃ। (অন্নদার অনুরূপ আবৃত্তি) প্রণাম কর। (অন্নদাকর্ত্তৃক তথাকৃত) বল কুড়বে কড়বে নমঃ! প্রণাম কর! বল হুর্‌লিঙে ঘুর্‌লিঙে নমঃ! প্রণাম কর!

অন্নদা। (স্বগত) প্রহসনটা ক্রমেই জমে উঠ্‌ছে!

মাতাজি। এইবার মাতা বজ্রযোগিনীর এই প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধ!

অন্নদা। (স্বগত) এই শালুর টুক্‌রোটা মাথায় বাঁধ্‌তে হবে! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হ'তে চল্ল! (প্রকাশ্যে) দেখুন্‌, এর চেয়ে বরঞ্চ আমি পাগ্‌ড়ি পর্‌তেও রাজি আছি—এমন কি, বাঙালিবাবুরা যে টুপি পরে, তাও পর্‌তে পারি—

মাতাজি। সে সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই।

অন্নদা। দিন্!

মাতাজি। এইবার এই পিঁড়িটাতে বসুন্!

অন্নদা। (স্বগত) মুস্কিলে ফেল্লে। আমি আবার ট্রাউজার্ পোরে এসেছি। যাই হোক্, কোনমতে বস্তেই হবে! (উপবেশন)

মাতাজি। চোখ্ বোজ। বল, খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী ক্রং! প্রণাম কর। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখ্তে পাচ্চ?

অন্নদা। কিচ্ছু না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হ'লে পুব্মুখো হ'য়ে বস—ডান কানে হাত দাও। বল খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী ক্রং। প্রণাম কর। এবার কিছু দেখ্তে পাচ্চ?

অন্নদা। কিছুই না।

মাতাজি। আচ্ছা তা হ'লে পিছন ফিরে বস! দুই কানে দুই হাত দাও! বল খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। কিছু দেখ্তে পাচ্চ?

অন্নদা। কি দেখ্তে পাওয়া উচিত, আগে আমাকে বলুন্?

মাতাজি। একটা গর্দ্দভ দেখ্তে পাচ্চ ত?

অন্নদা। পাচ্চি বৈ কি! অত্যন্ত নিকটেই দেখ্তে পাচ্চি।

মাতাজি। তবে মন্ত্র ফলেচে। তার পিঠের উপরে—

অন্নদা। হাঁ হাঁ তার পিঠের উপরে একজনকে দেখ্তে পাচ্চি বৈ কি!

মাতাজি। গর্দ্দভের দুই কান দুই হাত চেপে ধরে'—

অন্নদা। ঠিক বলেচেন, কোসে চেপে ধরেচে—

মাতাজি। একটি সুন্দরী কন্যা—

অন্নদা। পরমা সুন্দরী—

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলেচেন—

অন্নদা। দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেছে—কোন্ কোণে যাচ্চেন, তা ঠিক বল্‌তে পার্‌চিনে! কিন্তু ছুটিয়ে চলেচেন বটে! গাধাটার হাঁফ ধরে' গেল!

মাতাজি। ছুটিয়ে যাচ্চেন না কি? তবে ত আর একবার—

অন্নদা। না, না, ছুটিয়ে যাবেন কেন—কি-রকম যাওয়াটা আপনি স্থির কর্‌চেন বলুন্ দেখি?

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্চেন, আবার পিছু হটে পিছিয়ে আস্‌চেন।

অন্নদা। ঠিক তাই! এগচ্চেন আর পিচচ্চেন! গাধাটার জিব বেরিয়ে পড়েচে।

মাতাজি। তা হ'লে ঠিক হয়েছে। এবার সময় হ'ল। ওলো মাতঙ্গিনী তোরা সবাই আয়!

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে স্ত্রীদলের প্রবেশ।

(অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন)

অন্নদা। এটা বেশ লাগ্‌চে, কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চিনে!

রমণীগণের গান।

এবার সখি সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা!
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা
আয় সবে আয় ত্বরা!
ছুটেছিল পিয়াসভরে
মরীচিকা-বারির তরে,
ধরে' তারে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা'!

দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
ওদের নয় সে ধারা!
দয়ার দোহাই মান্‌বে না যে,
একটু পেলেই ছাড়া!
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধিবিচারহরা!

অন্নদা। বুদ্ধিবিচার একে বারেই যায় নি! অতি সামান্যই বাকি আছে। তার থেকে মনে হচ্চে, ঐ যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হ'ল, সে সৌভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না! গানটি ভাল, সুরটিও বেশ, কণ্ঠস্বরেরও নিন্দা করা যায় না—কিন্তু রূপক ভেঙে সাদাভাষায় একটু স্পষ্ট কোরে সবটা খুলে বলুন দেখি,—আমার সম্বন্ধে আপনারা কি করতে চান্! পালাব এমন আশঙ্কা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলুম, কেন এলুম, কোথায় যাব, এ সকল গুরুতর প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হ'য়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর?

অন্নদা। কোরে লাভ কি, কেবল সময় নষ্ট! তাঁকে স্মরণ কোরে যেটুকু সুখ, আপনাদের দর্শন কোরে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ!

মাতাজি। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে স্মরণ কোরে সময় নষ্ট করেন?

অন্নদা। তা হ'লে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত হয় না—হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন, নয় দর্শন দিন্, সময়টা মূল্যবান্ জিনিষ!

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

অন্নদা। বাঁচালে! মনে যে-রকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্ত্রী না হ'লে গলায় দড়ি দিতে হ'ত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ সমস্ত ব্যাপার কেন?

মাতাজি। গুরুর কাছে যে বশীকরণমন্ত্র শিখেছিলেম, আগে সেইটে প্রয়োগ কোরে তবে আত্মপরিচয় দিলেম, এখন আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অন্নদা। আর কারো উপর এ মন্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছে?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এতদিন এ মন্ত্র ধারণ কোরে রেখেছিলেম। আজ এর আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষফল পেয়ে গুরুর চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম কর্‌চি। অব্যর্থ মন্ত্র! মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হ'ল না?

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার কর্‌তে পারি নে। এখন তোমাকে এক বার এই মন্ত্রগুলো পড়িয়ে নিতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্তই হই।

(দাসীকর্ত্তৃক সম্মুখে আহার্য্য স্থাপন)

অন্নদা। এও বশীকরণের অঙ্গ। বন্যমৃগই হোক্, আর সহুরে গাধাই হোক্, পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারী। (আহারে প্রবৃত্ত)

আশুর দ্রুত প্রবেশ। মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান।

আশু। ওহে অন্নদা, ভারি গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার কর্‌তে বসেছ! তোমার এ কি রকমের সাজ! (উচ্চহাস্য)

ব্যাপারখানা কি! নরমুণ্ড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা? তোমার বলিদান হবে না কি?

অন্নদা। হোয়ে গেছে।

আশু। হোয়ে গেছে কি রকম?

অন্নদা। সে সকল ব্যাখ্যা পরে করব। তোমার খবরটা আগে বল।

আশু। তুমি বিবাহের জন্যে যে কন্যাটিকে দেখ্‌বে বোলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে কোরে বরাবর এমন নির্ব্বোধের মত কথাবার্ত্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক কোরে নিয়েছেন—আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে ত আর উদ্ধার নেই!

অন্নদা। মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন?

আশু। দেবকন্যার মত।

অন্নদা। তা হোক্, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আশু। বল কি? সেদিন এত তর্ক কর্‌লে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভাল যুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আশু। একেবারে অখণ্ডনীয়?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু। যুক্তিটা কি-রকম দেখা যাক্!

অন্নদা। তবে একটু বোস। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহাঁমোহিনী দেবী।

আশু। অ্যাঁ! ইনি তোমার—আপনি আমাদের অন্নদার—কি আশ্চর্য্য! তা হ'লে ত হ'তে পারে না!

অন্নদা। হ'তে পারে না কি বল্‌চ! হয়েছে, আবার হ'তে পারে না কি! একবার হয়েছে, এই আবার দু'বার হ'ল, তুমি বল্‌চ হ'তে পারে না!

আশু। না আমি তা বল্‌চিনে। আমি বল্‌চি, সেই বাইশ নম্বরের কি করা যায়!

অন্নদা। সে আর শক্ত কি! সহজ উপায় আছে।

আশু। কি বল দেখি!

অন্নদা। বিয়ে কোরে ফেল।

আশু। সমস্ত বিসর্জ্জন দেব—আমার হঠযোগ, প্রাণায়াম, মন্ত্রসাধন—

অন্নদা। ভয় কি, তুমি যেগুলো ছাড়্‌বে, আমি সেগুলো গ্রহণ কর্‌ব। সে যাই হোক্, তোমার বশীকরণটা কি-রকম হ'ল?

আশু। তা নিতান্ত কম হয় নি! তোমার এই একটা ঠাট্টা কর্‌বার বিষয় হ'ল!

অন্নদা। আর ঠাট্টা চল্‌বে না।

আশু। কেন বল দেখি?

অন্নদা। আমারও বশীকরণ হোয়ে গেছে।

আশু। চল্লেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা কোরে আসি গে!